HISTORY.

OF

THE RUSSO–TURKISH WAR.

PART I.

রুস-তুরস্ক যুদ্ধ।

প্রথম খণ্ড।

CALCUTTA

Printed by B. L. Chakravarti.

NEW SCHOOL-BOOK PRESS.

No. 8 Dixon's Lane,

1877.

উৎসর্গ পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল লতিফ
খাঁ বাহাদুর।

মহাশয়!

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানগণ একবাক্যে সুলতানের মঙ্গলকামনা করিতেছেন। হিন্দু ও মুসলমানের যে পরস্পর সদ্ভাব হইয়াছে, আপনার নিরন্তর যত্ন তাহার কারণ। আহত তুরস্কদিগের সাহায্যার্থে আপনার যত্নে অনেক চাঁদা উঠিয়াছে। আমি তন্নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনাকে উৎসর্গ করিতে সাহসী হইলাম।

আপনার অনুগত
লেখক।

রুস-তুরস্ক যুদ্ধ।

প্রথম খণ্ড।

১৮৫৩ অব্দে—তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার কয়েক-মাস পূর্ব্বে—একদা রাত্রিকালে রুশীয় রাজবাটীতে নৃত্য ও গীত হইতেছে, এমত সময়ে সম্রাট নিকলাস (বর্ত্তমান সম্রা-টের পিতা) তদানীন্তন ব্রিটীশ দূত সর হ্যামিলটন সাইমরের হস্তধারণ করিয়া একটী নিভৃত স্থানে ... "আপ-
নার সঙ্গে আমার একটী কথা আ ... একজন
প্রতিবেশী পীড়িত, বড়ই পীড়ি ... থাকিতে
থাকিতে ইহাঁর সম্পত্তি বন্ট ... ত, চেৎ
বন্টনের পূর্ব্বে মৃত্যু হই ... ত্তি হইতে
হইবে।" ব্রিটিশ দূত ... শী সম্পত্তি
লওয়া ভদ্রলোকে ... পীড়া শান্তি
জন্ম সে চেষ্টা ... ব্য গ্রহণ করিতে

ন না।" কেবল নিকলাস নহেন অনেকে তখন ... য়াছিলেন বিদেশীয় শত্রু আক্রমণ করিলেই বিখ্যাত অটমান সাম্রাজ্যের পতন হইবে। ১৮৫৩ অব্দের ১ লা জুন রুশীয় সেনাদল প্রুথ পার হইয়া তুরস্ক আক্রমণ করে। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসী সেনাদলের আগমনের পূর্ব্বে ওমার পাশা ও অন্যান্য সেনাপতি রুশীয়দিগকে বার-ম্বার পরাজিত করিয়া ডান্যুবের অপর পারে দূরীভূত করিয়াছেন। তখন তুরস্কদিগের জাতীয় জীবন যায় নাই ইউরোপ স্বীকার করিলেন। এক বিংশতি বৎসর হইল ক্রাইমিয়ার যুদ্ধশেষ হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে সুলতান আবদুল আজিজের রাজত্বকালে কতক তাঁহার অযোগ্যতা এবং কতক রুশিয়ার ষড়যন্ত্রে তুরস্কে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটে। পুনর্ব্বার রব উঠে যে তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের আর বিলম্ব নাই। রুশিয়া ক্রমাগত এই কথা ইউরোপকে বলেন, এবং তাঁহার নিজেরও এই সংস্কার হয়। রুশীয় সেনাদল ডান্যুব পার হইল। কেহই তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন না। কসাকেরা বালকানের দক্ষিণ পারে উপস্থিত। আড্রিয়ানোপলের পতন আসন্নবর্ত্তী ইহা সকলেই ...র করিলেন। এমত সময়ে তুরস্ক হঠাৎ উত্থিত হইয়া ... ন্যায় শত্রুকে আক্রমণ পূর্ব্বক পর্ব্বত পার করি... ...র্দ্দিকে তাহাকে পরাজিত করিলেন ...বা ... ন। যুদ্ধের প্রারম্ভে সকলে ভাবিয়াছিলে যে ...গণ প্রবেশ করিবা মাত্র তুরস্ককে জয় ... ...লমান সৈন্যগণ প্রদর্শন করিয়াছে যে তা...

এই যুদ্ধ নিবন্ধন সমুদায় ভারতবর্ষ,—হিন্দু মুসলমান চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন। আমরা আশা করি ইহার ইতিহাস পাঠ করিতে সকলেই ইচ্ছা করেন। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধের বর্ণনার পূর্ব্বে অটমান সাম্রাজ্যের এবং যুদ্ধের কারণ কি তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা কর্ত্তব্য।

কাস্পীয় হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে তুর্কিস্থানে তুরস্কের আদিবাস ছিল। ক্রমশঃ এই জাতি ইউরাল নদী পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু অষ্টম শতাব্দিতে চিনেরা তুরস্ক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশ জয় করাতে একদল তুরস্ক বোগদাদে উপস্থিত হইল। তদানীন্তন খলিফা তাহাদিগের বল বীর্য্য দর্শনে তাহাদিগকে যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করেন। যে রাজকুমার তাহাদিগের প্রধান ছিলেন তিনি খলিফার প্রধান সচিব হন। এই সময়ে তুরস্কগণ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। ক্রমশঃ পারস্য এবং অন্যান্য জাতির সহিত নিরন্তর বিবাদ হওয়াতে অবশিষ্ট অটমানগণ আসিয়া-মাইনরের কিয়দংশ জয় করিয়া তথায় বসতি করিতে লাগিল। কালসহকারে আদিম খলিফাগণ নিস্তেজ হইতে লাগিলেন। এই অবসরে তুরস্ক বংশীয় একজন রাজকুমার আপনাকে খলিফা বলিয়া প্রকাশ করিয়া, সিরিয়া, পালেষ্টাইন এবং মিসরে প্রভুত্ব স্থাপিত করিলেন। কিছু দিন গৃহ বিবাদের পর সমুদায় তুরস্কজাতি বিখ্যাত ওসমানের অধীনে একত্রিত হন। ইনি গ্রীসের কিয়দংশ জয় করেন। ইহাঁকে কেহ কেহ অটমানও বলিতেন, এই নিমিত্ত তুরস্কদিগের অপর নাম অটমান হইয়াছে। ওসমান মহম্মদের বিখ্যাত পতাকা হস্তগত করিয়া আপনাকে

যাতীয় মুসলমানের প্রধান বলিয়া ঘোষণা করেন। ইনি যেমত যুদ্ধে, সেই প্রকার শাসন কার্য্যে ও নিপুণ ছিলেন। ১৩২৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদীয় পুত্র অর্কাণ পিতার ন্যায় উপযুক্ত লোক ছিলেন। তিনি বোগদাদ হইতে ব্রুসা নগরে রাজধানী স্থাপিত করেন। এইখানে তিনি একদল প্রবল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিকটস্থ গ্রীক রাজ্যের ভয়ের কারণ হন। তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট তাঁহার সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই রাজা বাদশাহ উপাধি লইয়া একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ইহার একটী অতীব আশ্চর্য্য সিংহ দ্বার ছিল। এই দ্বারকে "পোর্ট" বলিত। এই নিমিত্ত তুরস্ক গবর্ণমেন্টকে অদ্যাপিও লোকে "পরাক্রান্ত পোর্ট" বলিয়া সম্বোধন করেন। এই সময়ে গ্রীক সাম্রাজ্যের চরম দশা উপস্থিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয়ানেরা পালেষ্টাইন অধিকৃত রাখিতে অসমর্থ হইয়া এক্ষণে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন। বিনিসের সহিত কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাটদিগের নিরন্তর যুদ্ধ চলিতে ছিল। অর্কাণ কখন এ পক্ষ, কখন ও পক্ষ অবলম্বন করিতে ছিলেন। পরিশেষে অর্কাণ গ্রীক রাজ্য লইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ সজ্জা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র আমুরাথ ইউরোপে প্রবেশ করিয়া মাসিডোনিয়া আলোবেনিয়া ও সার্ব্বিয়া জয় করিয়া আড্রিয়ানোপলে রাজধানী স্থাপিত করেন। কাশকুর ক্ষেত্রে শেষ যুদ্ধ এবং তথায় খৃষ্টীয় সেনাদল এক কালে বিনষ্ট হয়। আমুরাথ রণক্ষেত্রে ভ্রমণ করি-

তেছেন এমত সময়ে দেখিলেন সার্ব্বিয়ার রাজা আহত পতিত রহিয়াছেন। আহত রাজা করুণস্বরে তাঁহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। আমুরাথ দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে নিকটে উপবেশন করাইবামাত্র এই বিশ্বাসঘাতক রাজকুমার তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। ১৩৮৯ অব্দে আমুরাথের পুত্র বিখ্যাত বাজেজেট বাদসাহ হন। খৃষ্টীয়ান দিগের বিশ্বাসঘাতকতা ও পিতার অকাল মৃত্যু স্মরণ করিয়া ইনি নির্দ্দয় হইয়া নিকটস্থ দেশ সকল আক্রমণ ও দগ্ধ করিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয়ানেরা ভয়ে তাঁহাকে "বজ্র" বলিয়া ডাকিত। বাজেজেট অনেক দেশ জয় করেন, কিন্তু এই সময়ে তৈমুর পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিতে ছিলেন। বাজেজেটের সহিত তাঁহার শীঘ্র যুদ্ধ হইল। ১৪০২ অব্দে আনসাইরার ক্ষেত্রে উভয় দলের প্রায় দশ লক্ষ যোদ্ধা পৃথিবীর প্রভুত্বের কারণ যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষে বাজেজেট পরাজিত ও বন্দীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে যে তৈমুর তাঁহাকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া সুমরখন্দে লইয়া যান। বাজেজেটের মৃত্যুর পর তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কিন্তু পরিশেষে বাজেজেটের চতুর্থ পুত্র মম্মদ পুনর্ব্বার সমুদায় রাজ্য একছত্র করেন। মম্মদের পুত্র দ্বিতীয় আমুরাথ খৃষ্টীয়ানদিগের সহিত পুনঃপুনঃ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের প্রধান নায়ক হঙ্গারির রাজাকে পরাজিত করেন। অধুনা খৃষ্টীয়ান সর্দ্দারগণ শপথ করিলেন আর তুরস্কদিগকে বিরক্ত করিবেন না। অনন্তর তিনি রাজ্যমধ্যে সম্পূর্ণ শান্তিস্থাপিত করিয়া রাজত্ব পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র তত উপযুক্ত না হওয়াতে,

খৃষ্টীয়ানদিগের পুনর্ব্বার সাহস বৃদ্ধি হইল। পোপ ব্যবস্থা দিলেন যে মুসলমানের নিকট যে শপথ করা হইয়াছে তাহা ভঙ্গ করিলে পাপ নাই। খৃষ্টীয়ানেরা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করাতে আমুরাথ বিশ্বাসঘাতক শত্রুদিগকে অভিশাপ দিয়া ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর হঙ্গারির রাজা পরাজিত ও হত হইলেন। পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হইলে আমুরাথ দ্বিতীয় বার বন প্রস্থান করিলেন। তুরস্কদিগের প্রতি ইউরোপীয় জাতি সমূহ প্রথমাবধি সদ্ব্যবহার করেন নাই; তুরস্কগণ এই সকল কথা যে এ পর্য্যন্ত স্মরণ করিবে তাহার বিচিত্র কি? আমুরাথের পুত্র দ্বিতীয় মাহাদ ১৪৫৩ অব্দে কনষ্টান্টিনোপল গ্রহণ করেন। সেই অবধি অটমান রাজ্যের রাজধানী ঐ স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে।

এ অবধি বরাবর তুরস্ক সাম্রাজ্যের সহিত ইউরোপীয় জাতি সমূহের যত যুদ্ধ হইয়াছে তাহার বর্ণনা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। সংক্ষেপে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে এইদেশে অনেক উপযুক্ত রাজা জন্ম গ্রহণ করেন, এবং অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতি, বিশেষতঃ পোলাণ্ড, হঙ্গারী, অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেণি তুরস্কদিগকে ইউরোপ হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। মধ্যে মধ্যে তুরস্কদিগকে অবশ্যই পরাজিত হইতে হইয়াছে। বিয়ানার নিকটে একদল তুরস্ক এককালে বিনষ্ট হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যাংশে ইউরোপীয় জাতি সমূহ দেখিলেন অটমানদিগকে

এককালে বহিষ্কৃত করা অসম্ভব অতএব তাঁহারা তুরস্ককে ইউরোপের একঅংশ বলিয়া স্বীকার করিয়া সুলতানকে একজন স্থায়ী ইউরোপীয় নৃপতি বলিয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা করেন। ক্রমশঃ ইউরোপীয় জাতিসমূহ অতিশয় উন্নতি লাভ করাতে সুলতানগণ ও দেখিলেন আর দেশ জয় করিবার সম্ভাবনা নাই; অতএব যাহা করতলস্থ হইয়াছে তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য স্থির হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যে দুইটী বৃহৎ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম রুশীয়া, দ্বিতীয় ভারত সাম্রাজ্য। প্রথম পিটর রুশীয়াকে ইউরোপের মধ্যে একটী অগ্রগণ্য দেশ করিয়া যান। তাঁহার পরম শত্রু সুইডেনের অধিপতি দ্বাদশ চারল্‌স তুরস্কে পলায়ন করাতে জার তুরস্ক আক্রমণ করিতে আসিয়া সসৈন্য বেষ্টিত হন। কিন্তু সুলতান তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া কেবল আজফ গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধি করেন। তথাপি শত্রুকে ক্ষমা করা এবং সন্ধি বজায় রাখা রুশীয় চরিত্র নহে। প্রবাদ আছে যে পিটর মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বংশাবলীকে বলিয়া যান যে যে প্রকারে হউক তুরস্ককে গ্রাস করিয়া কনষ্টান্টিনোপল লইতে হইবে। তাঁহার পরে যিনি রুশীয় মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছেন তিনিই প্রায় তুরস্কের পশ্চাতে লাগিয়াছেন।

এ দিগে ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপদের জন্য তুরস্কের স্বাধীন অস্তিত্ব ইংলণ্ডের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞগণ বরাবর এই রাজনীতি অবলম্বন করিয়া

আসিতেছেন। এই কারণে নেপলিয়ন মিসর আক্রমণ করিলে একদল ব্রিটিস সৈন্য উক্ত দেশ রক্ষা করে। যদি ও অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনি রুশীয়াকে আর ইউরোপে বাড়িতে দিতে ইচ্ছুক নহেন তথাপি ইংলণ্ড না থাকিলে তুরস্ককে বিষম বিপদে পতিত হইতে হইত। ফ্রান্সের সম্মানের বিষয় এই যে একটী ব্যতিক্রান্ত উদাহরণ ব্যতীত তিনি প্রায় বরাবর সুলতানের সহায়তা করিয়াছেন। ১৭৩৯ খৃষ্ট অব্দে একবার রুশীয়ার সহিত তুরস্কের যুদ্ধ হয়; কিন্তু ফরাসী দূত মধ্যস্থ হওয়াতে সুলতানের রাজ্য ক্ষয় হয় নাই। দ্বিতীয় কাথেরিণ ১৭৬৮ অব্দে পুনর্ব্বার যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ছয় বৎসর যুদ্ধের পর সুলতান পরাজিত হইয়া ক্রাইমিয়া আজফ, এবং বগ ও নিপারের মধ্যস্থিত যাবতীয় প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই অবধি রুশীয়া তুরস্কের উপরে প্রাধান্য স্থাপিত করেন। সুলতান তৃতীয় সলিম পুনর্ব্বার ১৭৮৭ অব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এবার অষ্ট্রিয়া ও রুশীয়া তাঁহার শত্রু হন। কিন্তু প্রুশিয়া ভয় প্রদর্শন করাতে অষ্ট্রিয়া কোন প্রদেশ লইতে পারেন নাই। রুশীয়ার সে ভয় ছিল না তিনি আরও কিঞ্চিৎ রাজ্য গ্রাস করিলেন।

সলিমের সময়ে তুরস্কের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হয়। তিনি অতি দুর্ব্বলহৃদয় রাজা ছিলেন। চতুর্দ্দিগে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। জানিজরি নামক সৈন্যগণ যাহা ইচ্ছা করিত। রুশীয়া একবার তাঁহার সহিত কপট মিত্রতা, পুনর্ব্বার শত্রুতা করিতেন। ১৮০৮ অব্দে রুশীয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া আরও কিঞ্চিৎ রাজ্য কাড়িয়া লন। এই রাজার

মৃত্যু হইলে সুলতান মামুদ রাজা হন। কিন্তু রুশীয় চরেরা সর্ব্বত্র ষড়যন্ত্র করিতে ছিল। গ্রীস বিদ্রোহী এবং পরিশেষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর স্বাধীন হইলেন। তৎপরে রুশীয়া এক প্রকার তুরস্কের প্রভু হইয়া উঠিলেন। সুলতান মামুদ দেখিলেন যে অন্য অন্য ইউরোপীয় দেশের ন্যায় সকল বিষয়ে উৎকর্ষ না করিলে তিনি ইউরোপে আর তিষ্ঠিতে পারেন না। কিন্তু একদল গোঁড়া ছিলেন, তাঁহারা, বিশেষতঃ জানিজরি সৈন্যগণ ভয়ানক আপত্তি করিতে লাগিলেন। মামুদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। একদল সৈনাকে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় শিক্ষা দিয়া তিনি হঠাৎ জানিজরিদিগকে আক্রমণ করিয়া একেবারে নষ্ট করেন। ১৫,- লোকের মধ্যে একজন মাত্র পলায়ন করিয়া ছিল। এই সৈন্যগণ বস্তুতঃ তাঁহার প্রভু হইয়া উঠিয়া ছিল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া ইহাদিগকে নষ্ট করেন। তুরস্কগণ বর্ত্তমান যুদ্ধে এত যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে, সুলতান মামুদ তাহার প্রধান কারণ।

কিন্তু সেনাদলের উৎকর্ষ রুশীয়ার ভাল লাগিল না। নিকলাস তখন নূতন সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তিনি একজন তেজস্বী রাজা ছিলেন সত্য, কিন্তু এ প্রকার স্বার্থপর নিষ্ঠুর রাজা পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কোন সন্ধি, কোন অঙ্গীকার, কোন শপথ তাঁহাকে বাধা করিতে পারিত না। সামান্য কারণে তিনি ১৮২৬ অব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তুরস্কের তখন সকল সৈন্য প্রস্তুত করা হয় নাই। নিরন্তর যুদ্ধে সুলতানের ধনাগার শূন্য

হইয়া ছিল। তাঁহার মন্ত্রীদিগের মধ্যে উপযুক্ত লোক ছিলেন না। সুলতান যে সকল উন্নতি যে সময়ের মধ্যে করিতে মনস্থ করেন, কর্ম্মচারীর অভাবে তাহা করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮২৮ অব্দে রুশীয় সেনাদল আসিয়ামাইনর ওইউরোপ উভয় খণ্ডে সুলতানকে আক্রমণ করিল। সেনাপতি পাস্কেওয়েচ২০,০০০ সৈন্য লইয়া তুরস্কদিগকে পরাজিত করিয়া কারস ও আরজরোম অধিকার করিলেন। সেনাপতি ডেবিটিশ ডান্যুব পার হইলেন। যদিও তুরস্ক সৈন্যগণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ছিল, তথাপি পরিশেষে রুশীয় সৈন্যাধ্যক্ষ আড্রিয়ানোপলে প্রবেশ করিলেন। তুরস্ক রুশীয়ার পদানত হইলেন। নিকলাস তুরস্কস্থিত খৃষ্টানদিগের রক্ষা কর্ত্তা হইলেন। এই "রক্ষা কর্ত্তার" নামেই রুশীয়া ক্রমান্বয়ে তিনটী যুদ্ধ করিয়াছেন; প্রত্যেক যুদ্ধের শেষে তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদন করা হইয়াছে; কিন্তু সন্ধির সময়ে খৃষ্টীয়ানদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কোন কাজ করা হয় নাই। তৎপরে মিসরের পাশা মহম্মদ আলি স্বাধীন হইয়া কনষ্টান্টিনোপল জয় করিবার চেষ্টা পান। তাঁহার সৈন্যগণ আসিয়ামাইনর পর্য্যন্ত আসিয়া ছিল। সুলতান মামুদ অনন্যোপায় হইয়া চিরশত্রু রুশীয়ার সাহায্য চাহিতে বাধ্য হইলেন। ইংলণ্ড আর নিরস্ত থাকিতে না পারিয়া সুলতানের সাহায্যে যুদ্ধে জাহাজ প্রেরণ করেন। মহম্মদ আলি পরাজিত হন বটে; কিন্তু রুশীয়া সুলতানকে আরও করতলস্থ করিলেন।

মামুদের মৃত্যুর পর সুলতান আবদুল মজিদ সিংহাসনা-

রোহণ করেন। আবদুল মজিদ যদিও দুর্ব্বলহৃদয় লোক ছিলেন, তথাপি কয়েক বৎসর শান্তিবজায় থাকাতে মামুদের উৎকর্ষগুলি সফল হইবার সময় পান। অনেক উপযুক্ত লোক শাসন ও সৈনিক উভয় বিভাগে প্রবেশ করেন। তুরস্ক যুবকেরা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অধ্যয়ন করিতে যান। ইংরাজ ফরাসী হঙ্গারীয় ও জার্ম্মেণীয় অফিসরগণ সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রুশীয়া নিরন্তর তুরস্কের উপর শত্রুতা করিতে ছিলেন। রুশীয় চরেরা সর্ব্বত্র খৃষ্টীয়ানদিগকে অস্ত্রধারণ করিতে পরামর্শ দিতেছিল। ১৮৪৮ অব্দে হঙ্গারিতে বিপ্লব হওয়াতে অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্য নষ্ট প্রায় হয়। নিকলাস এই সময়ে একদল সৈন্যদ্বারা অষ্ট্রিয়ার সাহায্য করেন। বিদ্রোহ শান্তি হইলে লুইস কসুথ, কাম্পো প্রভৃতি কতকগুল বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী হঙ্গারীয় তুরস্কে পলায়ন করেন। অষ্ট্রিয়া ও রুশীয়া তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিতে বলিলেন, কিন্তু সুলতান কোন মতে অতিথিদিগের হানি করিতে সম্মত হইলেন না। নিকলাস ক্রোধে প্রজ্জলিত হইলেন। এবার তুরস্কের অস্তিত্ব নাশ করা তাঁহার সংকল্প হইল।

এই সময়ে নিকলাস ইউরোপের যাবতীয় রাজার মধ্যে অধিকতর সম্ভ্রম লাভ করিয়া ছিলেন। ইংলণ্ডকে স্বীয় রাজনীতি অবলম্বন করাইবার কারণ তিনি ১৮৪৫ অব্দে লণ্ডনে গমন করেন। তৎকালে প্রধান সচিব লর্ড পামারষ্টন, গ্লাডষ্টোন ছিলেন না যে অমূলক জগৎ হিতৈষিতার কথায় বিমোহিত হন, তাঁহাকে চিনিয়া ছিলেন। তথাপি

এ প্রকার পরাক্রান্ত রাজ্যকে এককালে চটান হয় নাই। ইংলণ্ড পরিত্যাগের সময়ে নিকলাসের সংস্কার হয় যে তুরস্ক অধিকার করিবার বিষয়ে ইংলণ্ডের আপত্তি হইবে না। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ ইহার ফল।

খৃষ্টীয়ানদিগের নামে তুরস্ককে গ্রাস করিবার আশায় ১৮৫৩ অব্দে নিকলাস যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি একজন দূত প্রেরণ করেন; এ ব্যক্তি সুলতান ও সুলতানের মন্ত্রীদিগকে প্রকাশ্যরূপে অপমান করেন। তিনি কতকগুলি দাওয়া করিলেন। আবদুল মজিদ বলিলেন তিনি মহম্মদের পতাকা হস্তে করিয়া সমুদায় প্রজার সহিত প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি আর অপমান সহ্য করিবেন না। সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়ে সুলতানকে উৎসাহ দেন। ৩১শে মে রুশীয় প্রধান মন্ত্রী তুরস্ক উজীরকে লেখেন "আমাদিগের প্রস্তাব পুনরায় সুলতানের সম্মুখে অর্পণ করিয়া শান্তি বজায় করুন। সম্রাট (নিকলাস) কেবল পরোপকারের নিমিত্ত কার্য্য করিতেছেন; তাঁহার কথা না শুনিলে তাঁহাকে অপমান করা হইবে।" কাউন্টনেসেলরোড বিস্মৃত হইয়া ছিলেন যে সম্রাট নিকলাসের মন রক্ষা করিলে তুরস্কের অস্তিত্ব থাকে না। যাহাহউক ৩১ শে মে পত্র গেল; প্রত্যুত্তর আসিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১ লা জুন রুশীয় সেনাদল প্রুথ পার হইল!! কিন্তু ডেবিটিশ ও পাস্কেওয়েচ যে সকল সৈন্যকে আক্রমণ করেন এবার সে সকল সৈন্য ছিল না। ওমার পাশা বারম্বার রুশীয়দিগকে পরাজিত করেন। সিলিষ্ট্রিয়াতে ১৫,০০০ তুরস্ক ৬০,০০০ রুশীয়কে দূরীভূত

করে। পাস্কেওয়েচ নিজে উপস্থিত হন। দুর্গ আক্রমণের সময়ে তিনি তুরস্ক অধ্যক্ষকে বলেন "আপনি বৃথা প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন; আমার রাজা বলিলেন দুর্গ অবশ্য লইতে হইবে।" আম্মদ এফেণ্ডি বলিলেন "আমাকেও সুলতান আবদুল মজিদ খাঁ বলিয়া পাঠাইয়াছেন যদি জার নিজে সমস্ত রুশীয়জাতিকে লইয়া দুর্গ দ্বারে উপস্থিত হন, তথাপি তাহা ছাড়িবে না।" পরাজিত ও আহত হইয়া পাস্কেওয়েচ, স্বীকার করিলেন "সুলতান পীড়িত ব্যক্তি নহেন।" সিবাষ্টপোলের পতনের পর প্যারিসে যে সন্ধি হয় তাহাতে রুশীয় সম্রাট খৃষ্টীয়ানদিগের রক্ষাকর্ত্তার? পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়া স্বীকার করেন যে তুরস্কের অভ্যন্তরস্থ শাসন প্রণালী সম্বন্ধে কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই; এবং সুলতানের রাজ্যকে অব্যাহত রাখিতে হইবে। অতএব ডার্ডনেলিসের মহানার কর্ত্তা একমাত্র সুলতান এবং কৃষ্ণসমুদ্রে আর রুশীয় যুদ্ধ জাহাজ থাকিবে না, এইরূপ বন্দোবস্ত হয়।

যুদ্ধের পর আবদুল মজিদ কতকগুলি উত্তম নিয়ম প্রচলিত করেন। কিন্তু অনতিপরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল আজিজ সুলতান হইলেন। রাজত্বের প্রারম্ভে অল্প রাজাই শাসন সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় উচ্চতর ক্ষমতার পরিচয় দিয়া শেষে অকর্ম্মণ্য হন। কিন্তু আবদুল আজিজ সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিবার পূর্ব্বে রুশীয়ার সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য।

১৮৫৪ অব্দে বর্ত্তমান লর্ড ডার্ব্বির পিতা হাউস অব লর্ডসে বলেন "গত দেড়শত বর্ষ পর্য্যন্ত রুশিয়া ক্রমশঃ নিকটস্থ "রাজ্য গ্রাস করিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে জয় করিয়া পর- "রাজ্য লওয়া রুশিয়ার রাজনীতি নহে। প্রকাশ্য বিবাদ "না করিয়া রুশীয় রাজনীতিজ্ঞগণ ক্রমশঃ গৃহভেদ পূর্ব্বক "গোপনে স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন। পররাজ্য লইতে "হইলে, রুশিয়া প্রথমতঃ উক্ত রাজ্যের অধীনস্থ প্রদেশ "সমূহে বিবাদ ও অসন্তোষ জন্মাইয়াদেন। পরে মধ্যস্থ "হন। তৎপরে দুর্ব্বল পক্ষকে সাহায্য দেওয়া হয়। তাহার "পর ঐ দুর্ব্বল পক্ষকে স্বাধীন করা হয়। ক্রমশঃ এই "স্বাধীনতার রক্ষাকর্ত্তা রুশিয়া হন; পরিশেষে এই রক্ষা- "কর্ত্তা ক্রমশঃ শাখা গুঁড়ি সমুদায়ই আত্মসাৎ করেন," তুরস্ক সম্বন্ধে কি ঠিক এইরূপ করা হইতেছে না? মধ্য আসি- য়াতে কি এই ব্যবহার করা হয় নাই? প্রথম নেপলিয়ন বলিয়াছিলেন রুশিয়ার পৃষ্ঠে নখাঘাত কর, অমনি দেখিবে সে যে তাতর সেই তাতর রহিয়াছে। রুশিয়ার উচ্চতর শ্রেণীস্থ লোকেরা ইউরোপের অন্যঅন্য ভদ্রলোকের ন্যায় লেখা পড়া শিখিয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহাদিগের সভ্যতা গিলটি মাত্র; ইহা কেবল উপরে রহিয়াছে, অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মনীতি; সত্যপরায়ণতা ও অঙ্গীকার প্রতিপালন সম্বন্ধে বর্ত্তমান রুশীয় ও পুরাতন তাতরের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিবে না। ১৮৭১ অব্দে সম্রাট আলেক- জাণ্ডর ব্রিটিশ দূতকে বলেন যে তিনি কোন মতে কিবা লইবেন না। রাজা নিজে বলিলে কোন ব্যক্তি একথা অবি-

শ্বাস করিবেন? কয়েক মাস পরেই ক্ষিবা গ্রহন করা হইল। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ভাবেন রুশিয়া মানবজাতির উপকারার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন! দস্যু বলপূর্ব্বক তোমার সম্পত্তি লইল সে ধর্ম্মনীতির ভান করে না। সে যে ডাকাইত তাহা স্পষ্টই স্বীকার করে। এ প্রকার কার্য্যে সাহসিকতার কতক প্রশংসা আছে। কিন্তু রুশিয়া শৃগালের ন্যায় নদীতীরে বসিয়া আছেন। মৎস্যের লোভ বড়; কিন্তু জলে ঝাঁপ দিয়া তাহা ধরিবার ক্ষমতা নাই। শৃগাল মধ্যে মধ্যে জলে নিঃশব্দে লাঙ্গুল দিতেছে; যে সকল মৎস্য লাঙ্গুল ধরিতেছে শৃগাল তাহাদিগকে ক্রমশঃ উপরে তুলিয়া ভক্ষণ করিতেছে। এইত পররাষ্ট্র সংক্রান্ত রাজনীতি। রুশিয়ার ঘরে কি হইতেছে? সকলে স্বীকার করিতেছেন যে তুরস্কে যাঁহার যাহা ইচ্ছা সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন; সুলতান নিজে খৃষ্টীয় গির্জ্জার নিমিত্ত সাহায্য করেন। কিন্তু রুশিয়াতে কি হইতেছে? তলবারের অগ্রভাগে পোলদিগকে গ্রীক সম্প্রদায়ী খৃষ্টীয়ান করিবার চেষ্টা হইতেছে। মধ্য আসিয়াতে রুশীয় কর্ম্মচারিগণ সহস্র সহস্র লোককে কসাকের সড়কী প্রদর্শন করিয়া খৃষ্টীয়ান করিতেছেন। পোলাণ্ডে যে অত্যাচার হইতেছে, সুলতানের রাজ্যের কোন্ অংশে ইহার দশমাংশ হইয়া থাকে? কোন দেশে স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া হয়? যে জাতি পরের জন্য এত অশ্রুপাত করেন, তাঁহাদের ঘরে কি হয় তাহা দর্শন করা কি উচিত নহে? রুশিয়াতে কোন

ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে কি সংবাদ পত্রে লিখিতে সমর্থ হন না। বিনা বিচারে সম্রাট যে সে ব্যক্তিকে সাইবীরিয়াতে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন। বলগেরিয়ার স্ত্রীলোকদিগের হৃত সতীত্বের নিমিত্ত রুশিয়া রোদন করিয়াছেন। কিন্তু একটী দৃষ্টান্ত দিলে এবিষয়ে যথেষ্ট হইবে। এটী সম্রাট আলেকজাণ্ডরের সময়ে ঘটিয়াছে। একজন প্রধান কর্ম্মচারীর স্ত্রী যেমত সুন্দরী সেই প্রকার রসিকা। ইনি এক একটী এমত কথা বলেন যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে। রাজবংশও ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পান নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পুলিষ মন্ত্রীর উপরে তাঁহার আক্রোশ অধিক ছিল। মন্ত্রী তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিয়া পাঠান, কিন্তু সুন্দরী কোন নিষেধ মানিলেন না। একদিন রাজবাটীতে নৃত্য হইতেছে। সুন্দরী তথায় উপস্থিত। অন্য অন্য দিন সম্রাট তাঁহাকে দেখিলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন, অদ্য কথাও কহিলেন না। স্ত্রীলোকটী অভিমান করিয়া অল্পক্ষণ পরে চলিয়া গেলেন। দ্বারে তাঁহার শকট; তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে কিঞ্চিৎ নিদ্রা আসিল। অর্দ্ধ ঘটিকার পর শকটখানি হঠাৎ একটী বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়া থামিল, এবং সৈনিক বেশধারী দুইজন পুরুষ তাঁহাকে নামিতে বলিলেন। “আমি কোথায় আসিয়াছি?” বলিয়া স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিলেন। একজন কর্কশ স্বরে বলিলেন চুপ, শীঘ্র জানিতে পারিবে।” তাঁহাকে একটী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করান হইল। পুলিশ মন্ত্রী তথায় উপবিষ্ট।

"আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আমাকে কি সাইবীরিয়াতে প্রেরণ করা হইবে? ঈশ্বরের নামে আমার স্বামীকে সংবাদ দাও।" মন্ত্রী বলিলেন "আপনি শীঘ্র স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবেন।" ইহা বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ দুইজন কদাকার পুরুষ তাঁহাকে গৃহান্তরে লইয়া গেল। * * * * * এক ঘটিকা পরে তিনি স্বামীর বাটীতে গমন করিবার অনুমতি পাইলেন। সেই অবধি তিনি আর মন্ত্রীকে কিছু বলেন না; তাঁহার রসিকতার রোগ এককালে গিয়াছে। বাসিবাজুক মূর্খ ও অসভ্য; সমুদায় রুশিয়ার সভ্য পুলিষ মন্ত্রীর কার্য্য দেখ!!

রুশীয় শাসন প্রণালী অধর্ম্ম ও শঠতার উপরে স্থাপিত। রুশীয় চরেরা সকল দেশে আছে। এই দলে কেবল পুরুষ নাই, ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজধানীতে এক এক জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সুশ্রী স্ত্রীলোক থাকেন। শাসনসংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে বিমোহিত করিয়া গুপ্ত কথা লওয়া ইহাঁদিগের কার্য্য; এই কার্য্য করিতে ইহাঁরা ব্যয় এবং নিজে অপমান স্বীকার করিতে ও শঙ্কুচিত নহেন। রুশীয় সৈনিক আফিসরেরা ছদ্মবেশে সকল দেশে ভ্রমণ করিতেছেন; ভারতবর্ষের কোন রেজিমেণ্টে কত সৈনিক ও কত আফিসর তাহার সংবাদ সেণ্ট পিটরসবর্গে পাইবে। যাঁহারা বিজ্ঞানের নামে ভ্রমণ করেন তাঁহাদিগকেও রাজনীতি সংক্রান্ত সংবাদ প্রেরণ করিতে হয়। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট একার্য্যে বিস্তর ব্যয় করেন, এবং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহাদিগের ভৃত্যেরা যথার্থ অনু-

ব্যক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তত্‌পর বিদেশীয় ক্ষুদ্রতর কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ দেওয়া ও রুশীয় গবর্ণমেণ্টের অভ্যাস আছে। প্রকাশ পাইয়াছে যে তুরস্কের টেলিগ্রাম ও ডাক বিভাগের বিস্তর কর্ম্মচারী নিয়মিত রুশীয় গবর্ণমেণ্টকে গোপনীয় সংবাদ দিতেন। ভারতবর্ষে ইহা হয় কি না গবর্ণমেণ্ট জানেন, কিন্তু টেলিগ্রাম বিভাগে একপ হয় আমাদিগের কখন কখন সন্দেহ হইয়া থাকে। এই প্রকার রুশীয় গবর্ণমেণ্ট পৃথিবীর ধর্ম্মনীতি নষ্ট করিতেছেন। রুশীয় জাতির নিকটে পৃথিবী কোন বিষয়ে ঋণী নহেন। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যবস্থা কোন বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন রুশীয় পৃথিবীর উপকার করিতে পারেন নাই। যে মুসলমানদিগকে ইউরোপীয়গণ ঘৃণা করেন বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার তাঁহারা প্রধান শিক্ষক। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ইটালী প্রভৃতি দেশে কত কত লোক কত বিষয়ে পৃথিবীর উন্নতি সাধন করিতেছেন। আমেরিকানগণ নূতন জাতি, তাঁহাদিগের নিকটেও অনেক বিষয়ে মানব জাতি বাধ্য। দেখাও, কোথায় ও কবে কোন্ রুশীয় কোন্ বিষয়ে এ সম্বন্ধে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন? শঠতা, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা, পরদ্রব্যাপহরণ এই জাতির স্বভাব। সমুদায় পৃথিবী একত্রিত হইয়া রুশীয়াকে খর্ব্ব করেন ইহা প্রার্থনীয়। আমরা মধ্যে মধ্যে শুনি ও হাস্য করি যে রুশিয়া মধ্য আসিয়াতে সভ্যতা সংস্থাপন করিতেছেন। কসাকেরা ত অনেক দিন রুশিয়ার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কসাকদিগের কি হইয়াছে? আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার অধীনস্থ একজন ও কৃষ্ণবর্ণ গ্রন্থকারের নাম

শ্রবণ করিতে পাই নাই। রুশিয়ার পদার্পণ অবধি পোলাণ্ডে আর লেখক জন্মিতেছেন না। এই জাতির জয় কামনা গ্লাডষ্টোন সাহেব করিয়াছেন ও করিতেছেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্য এক্ষণে তাঁহার বিবেচনার উপরে নির্ভর করিতেছে না।

আমরা বলিয়াছি যে নিরন্তর পররাজ্য গ্রহণ করা রুশিয়ার স্থির রাজনীতি। এক শত বৎসরের মধ্যে রুশীয় গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত রাজ্য গ্রাস করিয়াছেন:—

১। সুইডনের নিকট হইতে:—বলটিক সমুদ্রের নিকটস্থ কুরলাণ্ড, লিবনিয়া, ইস্থনিয়া, ফিনলাণ্ড লাপলাণ্ড এবং বোসনীয়া উপসাগরস্থ দ্বীপ সমূহ। সমগ্র ৩.২০,০০০ বর্গ মাইল। অর্থাৎ সুইডনের রাজার অধীনে এক্ষণে যত রাজ্য আছে তদপেক্ষা অধিক গ্রাস করা হইয়াছে।

২। পোলাণ্ড হইতে। বেসচুলা ও নিপার নদীর মধ্যস্থিত সমুদায় দেশ। ইহা অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্যের ন্যায় বিস্তৃত।

৩। ইউরোপীয় তুরস্ক হইতে—ক্রাইমিয়া, বেসারেবিয়া, খারসন, ও আজফ, ১৬০,০০০ বর্গ মাইল।

৪। আসীয় তুরস্ক হইতে—২,৩৮,০০০ বর্গ মাইল।

৫। প্রুশিয়া হইতে—বিয়ালিষ্টক। লোক সংখ্যা ১,৮৪০০০। নেপলিয়নের সাহায্যে ১৮০৭ অব্দে ইহা প্রাপ্ত হন। অথচ রুশিয়ার সাহায্যে প্রুশিয়া নেপলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক জন বন্ধুর প্রতি এই ব্যবহার? বর্ত্তমান জার্ম্মেণীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মাতার সহোদর!!

৬। অষ্ট্রিয়া হইতে—টারণাপোল। লোক সংখ্যা ৪ লক্ষ।

৭। সার্কেশীয়া হইতে—সমুদায় দেশ।

৮। পারস্য হইতে—জর্জ্জিয়া ও কাস্পীয় হ্রদের নিকটস্থ সমুদায় প্রদেশ।

৯। চিন হইতে—সমুদায় আমুর প্রদেশ। ব্রিটন অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ।

১০। জাপান হইতে—সমুদায় সাগেলিয়ান দ্বীপ।

১১। তাতর হইতে—প্রায় সমুদায়। অষ্টিয়া, জার্ম্মেণি, ফ্রান্স স্পেন ও ইটালি লইয়া যত খানি হয়।

ভারতবর্ষের দিকে রুশিয়ার দৃষ্টি নাই একথা যিনি বলেন তিনি হয় মিথ্যাবাদী, নচেৎ বোকা। যে জাতির আত্ম পর জ্ঞান নাই; যে গবর্ণমেন্ট একটী বিপন্ন বান্ধব রাজাকে সাহায্য করিতে গিয়া, সেই রাজার শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া কিঞ্চিৎ রাজ্য লইতে পারেন, তাঁহাদিগের সাধুতার উপরে কোন্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন?

সম্রাট আলেকজণ্ডারের সন্মানার্থ বলা উচিত যে তিনি নিজে ভদ্রলোক ও শান্তিপ্রিয়। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রুশীয় কৃষকদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। রুশিয়ায় না হইয়া তিনি ইংলণ্ডের ন্যায় কোন দেশের রাজা হইলে মহা সম্মানে কালযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু রুশিয়ার শাসন প্রণালীতে একটী এমত দোষ আছে যে ভদ্র লোককেও অসতের ন্যায় কাজ করিতে হয়। এই কারণে তিনি কয়েক বৎসরাবধি তুরস্ক সম্বন্ধে [illegible] রাজনীতি অব-

গমন করিয়া আসিতেছিলেন। সুলতান আবদুল আজিজ প্রথমতঃ ভাল হাত দেখান। তিনি মৃত সুলতানের বেশ্যাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া নিজে এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকেন। সকল বিভাগে উন্নতি হইতে লাগিল। সুলতান স্বচক্ষে সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তাঁহাকে শমনে ধরিল। অন্তঃপুর পুনর্ব্বার দেশের বেশ্যায় পরিপূর্ণ হইল। সুলতান সাধারণ ধনাগার হইতে যত ইচ্ছা ব্যয় করিতে লাগিলেন। ষোল বৎসর পর্য্যন্ত এপ্রকার থাকে। শেষে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিল। তুরস্ক মন্ত্রিগণ ঘোষণা করিলেন সুলতানের গবর্ণমেণ্ট সাধারণ ঋণের সুদ দিতে পারিবেন না। ইউরোপ বিশেষতঃ ইংলণ্ড চঞ্চলিত হইলেন। এদিকে রুশীয় দূত সেনাপতি ইগ্‌নেটিফ আবদুল আজিজের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। এই ব্যক্তি ইহাকে ক্রমশঃ ধ্বংশ সাগরের নিকটে আনয়ন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ প্রতিবাদ করেন, কিন্তু সুলতান শুনেন না। বসনিয়া হারজগোবিনা, ওমন্টিনিগ্রোতে দুই বৎসরাবধি রুশীয় চরদিগের ষড়যন্ত্রে বিদ্রোহ চলিতেছিল। সুলতানের না আছে সৈন্য, না আছে অর্থ। তথাপি আবদুল আজিজ নূতন অট্টালিকা নূতন বেশ্যার নিমিত্ত জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন। বলগেরিয়াতে বিদ্রোহ এবং তৎপরে বাসিবাজুকদিগের দ্বারা ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইল। ইগনেটিফের চরেরা ইহার কারণ; কিন্তু বৃদ্ধ ভূপতি কিছুতেই সৎপরামর্শ শুনিবেন না। মন্ত্রিগণ ভীত হইলেন। মিধাত পাশা দেখিলেন দেশের রক্ষা নাই। রুশীয়া তলে তলে এদিকে যুদ্ধ সজ্জা করিতেছেন।

অতএব মন্ত্রিগণ আবদুল আজিকে পদচ্যুত করিয়া আবদুল মজিদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুরাদকে সুলতান করিলেন। কিন্তু শীঘ্র প্রকাশ পাইল, সুলতান মুরাদ সুরাপান ও নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া বাতুল প্রায় হইয়াছিলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় সহোদর বর্ত্তমান সুলতান আবদুল হামিদকে সিংহাসন প্রদান করিলেন।

সুলতান আবদুল হামিদ ১৮৪৫ অব্দের ৫ ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রীতিমত শিক্ষা পাইয়াছেন। তিনি অতি অসময়ে,—অত্যন্ত বিপদের সময়ে রাজত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন যে তিনি ইহাতে ভীত নহেন।

সার্ব্বিয়া, রুমেনিয়া এবং মন্টনিগ্রো তুরস্কের করদরাজ্য। বসনিয়া ও হারজগোবিনার সহিত মন্টিনিগ্রোর রাজকুমারও বিদ্রোহী হইয়াছেন। রুশীয় চরেরা এই দুর্ঘটনার কারন। কিন্তু বিদ্রোহিগণ এককালে স্বাধীনতা চাহে না, শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষের দাওয়া করে মাত্র। মন্টিনগ্রোর প্রিন্স নিকিটা সুলতানের নিকটে কিয়দংশ রাজ্য চাহিয়াছেন। রুশীয় চরেরা বিদ্রোহিদিগের নিকটে আর অধিক প্রত্যাশা নাই, দেখিয়া সার্ব্বিয়ার প্রিন্স মিলানকে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার প্রবৃত্তি দেন। এ ব্যক্তির অসন্তোষের কোন কারন ছিল না। সার্ব্বিয়া কার্য্যতঃ স্বাধীন; অভ্যন্তরস্থ শাসন সম্বন্ধে সুলতানের কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু রাজকুমার মিলান সমুদায় তুরস্কের অধীশ্বর হইবার আশায় ৮০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; একজন রুশীয়

আফিসর তাঁহার সেনাপতি হইলেন ; বিস্তর রুশীয় আফিসর ও সৈন্য সার্ব্বিয়ার সাহায্যার্থ আসিতে লাগিলেন। অথচ এখনও সুলতানের সহিত রুশিয়ার প্রকাশ্য শত্রুতা হয় নাই। সার্ব্বিয়ার দৃষ্টান্ত দর্শনে বলগেরিয়ার কতকগুলি লোক ১৮৭৬ অব্দের প্রারম্ভে হঠাৎ অস্ত্রধারণ করিয়া কতকগুলি তুরস্ককে বধ করে। তুরস্কদিগের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তাহারাও অস্ত্রধারণ করিয়া কতকগুলি বাসিবাজুক সৈন্যের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু কয়েক খানি গ্রামে বাসিবাজুক ও সার্কেশীয় সৈনিকগণ আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে বধ করে। ভয়ঙ্কর অত্যাচার হয়। কিন্তু রুশীয় গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদিগের চরেরা ইহার মূল। তথাপি রুশীয় গবর্ণমেণ্ট সমুদায় ইউরোপকে জানাইলেন যে সুলতানের অধীনে খৃষ্টীয়ানদিগের আর রক্ষা নাই। ইংলণ্ডে অত্যন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন এককালে উন্মত্ত হইলেন। বক্তৃতা, পুস্তক প্রভৃতি বহির্গত হইতে লাগিল। তুরস্কদিগকে ইউরোপ হইতে বহিষ্কৃত করা উচিত গ্লাডষ্টোন এইসুর ধরিলেন। কিছু দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক গ্লাড ষ্টোনের কথায় বিমোহিত হন। মারকুইস অব সালিসবরি যদিও এক জন মন্ত্রী, তথাপি তিনিও কতক গ্লাডষ্টোন সাহেবের মতের পোষকতা করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রধান মন্ত্রী লর্ড বিকনস্ ফিল্ড ও পররাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী লর্ড ডার্ব্বির মস্তক ঘূর্ণিত হয় নাই। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট কি উপায়ে পোলণ্ডের বিদ্রোহ দমন করেন তাহা স্মরণ করিয়া লর্ড বিকন্স ফিল্ড উক্ত গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতে

অস্বীকৃত হইলেন। যদিও নিরস্ত্র লোকের প্রাননাশ ও স্ত্রী-লোকের সতীত্ব নাশের নিমিত্ত তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া সুলতানকে অনুসন্ধান ও দোষীদিগের দণ্ড দিতে অনুরোধ করিলেন, তথাপি উষ্ণ মস্তিষ্ক গ্লাডষ্টোনের ন্যায় তিনি রুশিয়ার সহিত একত্রিত হওয়া বিপদের কারণ স্থির করিলেন। লোক একটু শান্ত হইলে লর্ড বিকন্স ফিল্ড ও সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট যথার্থ ঘটনা ও ইংলণ্ডের রাজনীতির ব্যখ্যা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন সার্ব্বিয়া অকারণে এবং কেবল লোভ পরবশঃ হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়াছেন। ইঙ্গিত করা হইল যে রুশিয়া এবিষয়ে নিতান্ত নির্দ্দোষী নহেন। তথাপি তুরস্কের শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত করা উচিত ইহা স্থির হইল। ইদানীন্তন কালে সেকেলে পাশা-দিগের যথেচ্ছ ব্যবহার আর চলেনা। তুরষ্ক গবর্ণমেন্ট শিক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হইয়া ছিলেন সত্য সম্পত্তি ও জীবন নিরাপদে ছিল। কিন্তু মুসলমান জমি-দারেরা শোণিত শোষণ করিতেন; কর্ম্মচারিদিগের অত্যা-চারের ত কথাই ছিলনা। আদালতে খৃষ্টীয়ানদিগের সুবিচার লাভ একালে অসম্ভব না হউক, অতিশয় কঠিন ছিল। কি কি উৎকর্ষ করা উচিত? তন্নিমিত্ত একটী বিশেষ দূতসভা হইল। ইউরোপের প্রধান গবর্ণমেন্ট সমূহ এক একজন অতিরিক্ত দূত প্রেরণ করিলেন। লর্ড সালিসবরি ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হইয়া গেলেন।

মিধাত পাশা একজন প্রধান শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ। তিনি এ সময়ে সুলতানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। দূতেরা সমবেত

হইয়া কতকগুলি কর্ত্তব্য স্থির করিতে মনস্থ করিলেন; রুশীয় দূতের প্রস্তাবানুসারে স্থির হইল যে প্রথমে তুরস্ক মন্ত্রীদিগকে সভায় আসিতে দেওয়া হইবে না। মিধাত প্রতিবাদ করিলেন। অনেক বিলম্বের পর তাঁহার কথা গ্রাহ্য হইল। মিধাত দেখিলেন রুশীয় গবর্ণমেন্ট উৎকর্ষের নামে তুরস্কে রুশিয়ার ক্ষমতা স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন। অতএব তিনি ১৮৭৬ অব্দের নবেম্বর মাসে সুলতানের অনুমতি অনুসারে তুরস্কে প্রতিনিধি প্রণালী স্থাপিত করিলেন। তুরস্কে জাতি ও ধর্ম্মভেদ উঠিয়া গেল। সকলেই সরকারী কার্য্য পাইতে সত্ববান। সুলতান অসীম ক্ষমতা পরিত্যাগ করিলেন। মহাসভা রাজস্ব সম্বন্ধে ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সের ক্ষমতা পাইলেন। যদি রুশীয় গবর্ণমেন্ট সৎ হইতেন তাহা হইলে এই উন্নতিকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তুরস্কে যথার্থ উন্নতি হয় রুশিয়ার কখন সে ইচ্ছা নহে। উন্নতির পথে প্রচ্ছন্নভাবে কেবল কন্টক নিক্ষেপ করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে তুরস্ককে অনুপযুক্ত বলাই উক্ত অসৎ গবর্ণমেন্টের রাজনীতি। ইগনেটিফ দেখিলেন যে মিধাত অগ্রেই উৎকর্ষ স্থাপিত করিলেন। রুশিয়াতেও প্রতিনিধি প্রণালী নাই। কিন্তু তিনি অপ্রস্তুত হইবার লোক নহেন। লর্ড সলিসবরি প্রথম হইতে তাঁহার চক্রে পড়িয়াছিলেন। দূত সভায় প্রস্তাব হইল যে যদিও সুলতান প্রতিনিধি প্রণালী স্থাপিত করিলেন তথাপি অঙ্গীকারানুসারে যে ঠিক কাজ হইবে তাহার প্রতিভু কি? অতএব প্রস্তাব হইল যত দিন যাবতীয় কার্য্য না হয় তত দিন একদল বিদেশীয় সৈন্য বলগেরিয়াতে

থাকিবে। এই প্রস্তাব তুরস্কের মন্ত্রী সভায় অর্পিত হওয়াতে তাঁহারা এক বাক্যে বলিলেন "অপমানের পরিবর্তে মৃত্যু ভাল।" লর্ড সলিসবরি নিজে সুলতানের নিকট গিয়া বলিলেন রুশিয়ার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে ইংলণ্ড আপনাকে সাহায্য করিবেন না। যুদ্ধ হইলে কে আপনাকে রক্ষা করিবে?" যুবক সুলতান হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বক্ষে হস্ত দিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন "আমার প্রজাবর্গ ও সৈন্যগণ আমাকে রক্ষা করিবে।" দূত সভা ভঙ্গ হইল।

ইতি মধ্যে তুরস্ক সেনাপতি আবদুল করিম সার্ব্বিয়াতে প্রবেশ করিয়া মৃগযুথের ন্যায় সার্ব্বীয়দিগকে দূরীভূত করেন। আলেকসিনাজে প্রায় যাবতীয় রুশীয় সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজকুমার মিলান সম্রাটের পদ লাভের আশা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সুলতান পীড়াপীড়ি করিলেন না। কিন্তু রুশিয়ার কথায় বিমোহিত হইয়া প্রিন্স নিকিটা সন্ধি করিতে অসম্মত হইলেন।

যখন দূত সভা হইতেছিল তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড বিকনসফিলড যথার্থ তেজস্বিতা প্রদর্শন করেন। তিনি প্রথমাবধি রুশিয়াকে প্রদর্শন করেন যে যদিও ১৮৭১ অব্দে তিনি গ্লাডষ্টোন সাহেবকে ঠকাইয়া ক্ষিবা জয় করেন, এক্ষণে আর তাহা হইবে না। যুদ্ধ অনিবার্য্য, লর্ড বিকন্স ফিলড তাহা পূর্ব্বাবধি জানিতে পারেন তুরস্কের অস্তিত্ব বজায় করিতে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। যখন গ্লাডষ্টোন মহা গোলযোগ করিতে

ছিলেন তখন ও তিনি আত্মভাব গোপন করেন নাই। রুশীয় সংবাদ পত্র সমূহ ইংলণ্ডের সামান্য সৈন্যের নিমিত্ত বিদ্রূপ করাতে লর্ড বিকন্স ফিলড বলিলেন ইংলণ্ড সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত; আবশ্যক হইলে তিনি প্রদর্শন করিবেন যে তাঁহার পূর্ব্বতন বল অব্যাহত রহিয়াছে। তৎপর দিবস সম্রাট আলেকজণ্ডার মস্কাউয়ে এক বক্তৃতা করিয়া প্রত্যুত্তর দেন যদিও অন্য অন্য ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন না করেন, তথাপি তুরস্কের খৃষ্টীয়ানদিগকে অবশ্যই উদ্ধার হইবে। তিনি একাকী এ কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। ঐ দিবস নামে না হউক কার্য্যতঃ যুদ্ধঘোষণা হইল।

দূত সভার কার্য্যে বিলম্ব করিয়া লর্ড বিকন্স ফিলড তুরস্কের প্রকৃত উপকার করিয়াছেন। রুশিয়া পূর্ব্ব হইতেই রণসজ্জা করিতেছিলেন। সুলতানের মন্ত্রীগণ এই অবসরে ক্রমাগতঃ সীমাতে সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তথাপি আবদুল হামিদ কায়মনোবাক্যে শান্তির প্রার্থনা করেন। অপমান সহ্য করা ভিন্ন তিনি আর সকল কাজ করিতেই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শত্রুর বিপরীত রাজনীতি ছিল।

দূত সভা ভঙ্গ হইলে রুশীয় গবর্ণমেণ্ট এক সরকুলার প্রকাশ করিলেন। সুলতান সৈন্য কমাইয়া সন্ধির নিমিত্ত একজন দূত সেণ্টপিটরসবর্গে প্রেরণ করুন. রুশিয়া সৈন্য কমাইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু পুনর্ব্বার বলগেরিয়ার ন্যায় অত্যাচার হইলে তাহা হইবে না, সরকুলরের এই মর্ম্ম ছিল। যাবতীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন. কিন্তু লর্ড

ডার্ব্বি রুশিয়ার ধূর্ত্ততা বুঝিলেন। বলগেরিয়ার অত্যাচারের মূলই রুশিয়া। রুশিয়া মনে করিলে পুনর্ব্বার এই দুর্ঘটনা অনায়াসেই হইতে পারে। অতএব রুশীয় গবর্ণমেণ্টের এই কৌশল ছিল সুলতান সৈন্য কমাইবেন তৎপরে একটী ছল করিয়া তাঁহারা তুরস্ককে আক্রমণ করিবেন। লর্ড ডার্ব্বি তন্নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিলেন যে উভয়জাতি এককালে অস্ত্র ত্যাগ না করিলে এই সরকুলারে ইংলণ্ড বাধিত হইবেন না। ১৮৭৭ অব্দের ৩১ শে মার্চ ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসংক্রান্ত মন্ত্রীর এইভাবে পত্র প্রকাশিত হইল। পত্র সুলতানের গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরিত হইলে অটমান মন্ত্রীবর্গ এক উত্তর দান করিলেন। গাম্ভীর্য্য, প্রশান্ত সাহস ও তর্ক লইয়া যতদূর কথা তাহাতে আমরা এ প্রকার অল্পই সরকারী পত্র পাঠ করিয়াছি। ইউরোপ একবাক্যে তুরস্ক মন্ত্রীদিগের যোগ্যতার প্রশংসা করিয়াছেন।

সুলতান প্রথমতঃ আক্ষেপ করেন যে ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ পূর্ব্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রস্তাবটী প্রেরণ করিয়াছেন। তুরস্ক স্বাধীন দেশ, তিনি স্বাধীন রাজা, তাঁহার শাসন কার্য্যের উপরে বিদেশীয়গণ হস্তক্ষেপ করিবেন ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট সমূহ খৃষ্টীয়ানদিগের কথাই বলিয়াছেন ; কিন্তু সুলতান যে সকল উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন ও করিতে বাসনা করেন তাহা কোন বিশেষ শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া করা যাইতে পারে না। আইনের সম্মুখে তিনি সকলকে সমান করিয়াছেন। প্রতিনিধি প্রণালীর সুবিধা সকল শ্রেণীর প্রজাগণ

ভোগ করিবেন। খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান বলিয়া প্রভেদ করিলে অকারণ শ্রেণী পরস্পরের বিবাদ ঘটান হয়। এই প্রভেদ না থাকা তাঁহার ইচ্ছা। আর তিনি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক প্রজাদিগের কল্যাণ কামনা করিয়াছেন, যদি গবর্ণ-মেন্ট সমুহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে প্রজা-গণ এই স্থির করিবে যে সুলতান ভয়প্রযুক্ত এই কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু রুশিয়া যে প্রতিভুর কথা বলেন, তুরস্ক গবর্ণমেন্ট কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইবেন না। যুদ্ধ করা সুলতানের ইচ্ছা নহে; তিনি যে সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রব-র্ত্তিত করিয়াছেন, শান্তিই তাহার জীবন; শান্তি থাকিলেই ঐ সকল উৎকর্ষ বদ্ধমুল হইবে। রুশিয়া সুলতানের সদভি-প্রায়ের প্রতি সন্দেহ করাতে মন্ত্রিগণ তাহার প্রতিবাদ করি-য়াছেন। রুশিয়া অস্ত্রত্যাগ করুন, সুলতান ও তাহা করি-বেন। তুরস্ক গবর্ণমেন্ট অতঃপর স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন ইউরোপ তাঁহাদিগকে অকারণ সন্দেহ করেন। বলগে-রিয়ার হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত বিদেশীয় চরেরা দায়ী, সুলতান নহেন। পরিশেষে গবর্ণমেন্ট সমুহকে বলা হইয়াছে যে তাঁহারা ন্যায় যুক্তি ও সুবিচার ধরিয়া বিবেচনা করিলে সিদ্ধান্ত করিবেন যে সুলতানের গবর্ণমেন্ট যাহা বলিতেছেন তাহার একটী ও অন্যায় বা অসঙ্গত নহে।

ইউরোপীয় গবর্ণমেন্ট সমুহ সুলতানের অঙ্গীকারের উপরে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রী গর্টশেকফ পূর্ব্বোক্ত পত্র পাইবা মাত্র এক সরকুলর দ্বারা ইউরোপকে জানাইলেন যে রুশিয়া আর যুদ্ধ না করিয়া

থাকিতে পারেন না। তুরস্কের খৃষ্টীয়ানদিগকে রক্ষা করা রুশিয়ার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া রুশিয়া কেবল খৃষ্টীয়ানদিগের ও নিজের নহে, সমুদায় ইউরোপের স্বার্থসাধন করিবেন।

২৪ শে এপ্রেল সম্রাট আলেকজণ্ডার যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তুরস্কের খৃষ্টীয়ানদিগের নিমিত্ত কপট প্রেম প্রকাশ করিয়া আলেকজণ্ডার প্রজাদিগকে বলিলেন তিনি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছেন। সুলতান সংক্ষেপে প্রজাদিগকে জানাইলেন যে রুশিয়ার দুর্ব্যবহারে অনিচ্ছায় তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল। তিনি বরাবর শান্তি বজায়ের চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্ট সমূহ যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু রুশিয়া তাঁহার স্বাধীনতা ও দেশকে নষ্ট করিতে চাহেন। যাঁহারা ধর্ম্মপথে থাকেন পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে জয়দান করেন। যে রাজ্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাঁহার সৈন্যগণ আপনাদিগের শোণিতপাত করিয়া তাহার ও মুসলমান জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখিবে। যদি আবশ্যক হয় সুলতান নিজে ফলিকা ও সুলতানার পতাকা হস্তে লইয়া রণস্থলে গমন করিবেন। দেশের স্বাধীনতার নিমিত্ত তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন। রুশিয়ার ঘোষণা কপটতা ও কুতর্কপূর্ণ; আবদুল হামিদের প্রত্যুত্তর তাঁহার সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতেছে। তিনি যুদ্ধ চাহেন না; বৈরী নিতান্ত তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। অতএব অগত্যা তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল।

ইংলণ্ড ও ইউরোপ চমৎকৃত হইলেন। ইংলণ্ডের লোকেরা এই কপটতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা দর্শনে একবাক্যে রুশিয়ার প্রতি দোষারোপ করিলেন। লর্ড ডার্বি এক পত্র দ্বারা রুশীয় গবর্ণমেন্টকে জানাইলেন যে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট রুশীয় সরকুলরের অনুমোদন করেন না। প্রিন্স গর্টশেকফ যদি যথার্থ ভাবিয়া থাকেন যে তাঁহার প্রভু ইংলণ্ডের স্বার্থসাধন করিতেছেন তাহা হইলে সেটী তাঁহার ভ্রম। তিনি স্পষ্টাভিধানে বলিলেন যে রুশিয়া এতশীঘ্র যুদ্ধঘোষণা না করিলে তুরস্ক গবর্ণমেন্ট ইউরোপীয় গবর্ণমেন্ট সমূহের অনুরোধ রক্ষা করিতেন। রুশিয়া বলেন যে ইহার সম্ভাবনা নাই; লর্ড ডার্বি ক্রোধ সহকারে বলিয়াছেন যে যখন রুশিয়া নিরন্তর তুরস্কের সীমায় সৈন্য সমবেত করিতেছেন, তখন উৎকর্ষ কি প্রকারে হইতে পারে? খৃষ্টীয়ানদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন, তলবার প্রদর্শন করিয়া হইতে পারে না। লর্ড ডার্বি উপসংহারে রুশীয় গবর্ণমেন্টকে বলিয়াছেন যে ইউরোপের মতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিলেন। এই যুদ্ধ কোথায় ও কবে শেষ হইবে, এবং কতদূর ব্যাপিয়া হইবে তাহা অগ্রে বলা অসম্ভব; কিন্তু যে কোন অনিষ্ট হইবে তন্নিমিত্ত রুশীয় গবর্ণমেন্ট দায়ী হইবেন। ইংরাজ মন্ত্রিগণ এপ্রকার সারগর্ভ পত্র বহুকাল কোন বিদেশীয় গবর্ণমেন্টকে লিখেন নাই। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের লোকেরা এই নিমিত্ত পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীর প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৩৯ অব্দে রুশিয়া যখন মধ্য আসিয়াতে গোলযোগ করেন, তখন

লর্ড পামারষ্টন সম্রাট নিকলাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "রুশিয়ার রাজনীতি সম্রাটের কথা ও ঘোষণা দেখিয়া না তাঁহার মন্ত্রিদিগের কার্য্য দর্শন করিয়া স্থির করিতে হইবে?" এই পত্র নিবন্ধন রুশিয়া পদ মধ্যে লাঙ্গুল লুকাইয়াছিলেন। লর্ড ডার্ব্বি অনতিপরেই রুশিয়াকে জানান যে তিনি যদি সুয়েজের খাল অথবা মিসরকে আক্রমণ করেন; যদি কনষ্টান্টিনোপল লন; যদি বলগেরিয়া গ্রহণের ইচ্ছা থাকে; বসফরস যদি তুরস্ক ব্যতীত অন্য কোন জাতির অধীন হয়, যদি পারস্যোপসাগরের দিকে কোন দেশ লইবার চেষ্টা হয়, অথবা এসিয়া মাইনরস্থ কোন দেশ লইলে ইংলণ্ডের স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে কোনমতেই ইংলণ্ড নিরপেক্ষ থাকিবেন না। বলগেরিয়া ব্যতীত আর সকল প্রস্তাবে রুশিয়া সম্মত হইয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিবর্গ ইংলণ্ডের সম্মান বজায় রাখিতে জানেন। এই কার্য্য নিবন্ধন তাঁহাদিগের প্রতি ভারতবর্ষীয়দিগের যে যথার্থ শ্রদ্ধা হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

যুদ্ধ ঘোষণা হইলে সুলতান মহাসভাকে তদ্বিষয় জানাইলেন। মহাসভায় যে দিবস রুশিয়ায় ঘোষণা পঠিত হয় তখন খৃষ্টীয়ান প্রতিনিধিগণ এক এক করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উহার প্রতিবাদ করিলেন। কেবল মুসলমানেরা মসজিদে নহে, ইহুদির মন্দিরে এবং খৃষ্টীয় গির্জ্জায় ঐ ঐ সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ সুলতান আবদুল হামিদের জয়ের নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকটে উপাসনা আরম্ভ করিলেন। খৃষ্টীয়ানগণ কি যথার্থই নিপীড়িত ছিলেন! তাঁহারা আপনারা একথা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

প্রুথ নদ রুশিয়া ও তুরস্ক উভয় রাজ্যের সীমা। কএক মাসাবধি প্রুথের পূর্ব্বপারে কিসেনিফ নগরে রুশীয়সৈন্যগণ সমবেত হইতেছিল। যুদ্ধ ঘোষণা হইবামাত্র রুশীয় দল প্রুথ পার হইল। রুমেণিয়ার রাজকুমার চারলস্ সুলতানের অধীনস্থ রাজা; তিনি যুদ্ধকালে সৈন্যদ্বারা সুলতানকে সাহায্য করিতে বাধ্য। কিন্তু এই রাজকুমার বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে রুশিয়ার সহিত মিলিত হইলেন। সার্ব্বিয়া ও চঞ্চলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের অনুরোধে সুলতান তাঁহাকে উৎসন্ন দেন নাই। অষ্ট্রিয় গবর্ণমেন্ট রাজকুমার মিলানকে বলিলেন তিনি যদি অতঃপর পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তবে তুরস্কগণ বিজয়ী হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিলেও অষ্ট্রিয়া আর কথা কহিবেন না। মিলানের চৈতন্য হইল।

যুদ্ধের সময়ে ডানিউবের তীরে সুলতানের দেড় লক্ষ সুশিক্ষিত এবং প্রায় এক লক্ষ নিয়ম বহির্ভূত সৈন্য ছিল। শেষোক্ত সৈন্যগণ তুরস্কের সকল অংশ হইতে সংগৃহীত হয়। ইহাদিগকে সচরাচর বাসিবাজুক বলে। ইহারা বেতন লয় না। আহার পাইলেই যুদ্ধ করে। লুঠ দ্বারা যাহা কিছু লাভ করিয়া থাকে। রুশিয়ার সৈনিক বল ১৭,৮৯,৫৭৬। কিন্তু রুশিয়া অতিশয় বিস্তৃত। রুশীয় সম্রাট ৩,৫০,০০০ মাত্র সৈন্য লইয়া প্রুথ পার হন। গ্রাণ্ড ডিউক মাইকেল ১,৫০,০০০ সৈন্য এবং ৩০০ কামান লইয়া আসিয়া মাইনরে প্রবেশ করেন। রুশীয় সম্রাটের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা অধিক। কিন্তু যদিও রুশীয়-

গণ টরপিডোদ্বারা তিন খানি তুরস্ক জাহাজ প্রথমতঃ নষ্ট করে, তথাপি অতিশীঘ্র হোবার্ট পাশা সমুদ্র হইতে রুশীয় জাহাজ গুলিকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হন। সমুদ্রে প্রাধান্য থাকাতে তুরস্কগণ অল্প সংখ্যক হইয়াও পরাক্রান্ত বৈরীক বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছেন, কারণ আবশ্যক মতে এক স্থান হইতে অপর স্থানে সৈন্য ও দ্রব্য প্রেরণ সহজে হইতেছে।

সম্রাটের ভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউক মাইকেল নামমাত্র প্রধান সেনাপতি, আসল ভার সেনাপতি লোরিস মেলিকফের হস্তে দেওয়া হয়। মে মাসের প্রারম্ভে সেনাপতিমেলিকফ সীমাপার হইয়াতুরস্ক রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। রুশীয়গণ চারি দলে প্রবেশ করে। এই সৈন্যদিগকে বাধা দিবার কারণ তুরস্ক প্রধান সেনাপতি আম্মদমোক্তারপাশার অধীনে৪০,০০০লোক মাত্রছিল। ইহাদিগেরমধ্যে অধিকাংশ নূতন সৈন্য। রুশীয়-গণ মধ্যআসিয় তে কতসহজে অল্পসংখ্যক সৈন্যদ্বারা সহস্র সহস্র আসিয় সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছিল, মোক্তার পাশা তাহা জানিতেন। এপ্রকার পঞ্চ বর্ণের সৈন্য লইয়া বিখ্যাত ককেশীয় যোদ্ধাদিগের সহিত রণে প্রবৃত্ত হওয়া নিশ্চয় ধ্বংশ। তিনিই এই অঞ্চলে সুলতানের প্রধান অবলম্বন ছিলেন। শত্রুগণ যত অগ্রসর হইতে লাগিল তিনি তত পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন। প্রাচীনকালে ফেরিয়স এবং ইদানীন্তন কালে ওয়েলিঙটন স্পেনে যে কৌশল অবলম্বন করেন, মোক্তার পাশা তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। প্রথম যুদ্ধ আলেকজণ্ড্রোপোলের নিকটে হয়। উভয় দল জয়ী

হইয়াছেন বলেন। যাহাই হউক তুরস্ক অধ্যক্ষ কারসনগরে যথেষ্ট সৈন্য ও খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। নেপলিয়ন বলিয়াছিলেন যে সেনাপতি শত্রুদিগকে সামান্য জ্ঞান করেন, তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হন। সেনাপতি মেলিকফ ভাবিয়াছিলেন তাতর ও তুর্কমানদিগের ন্যায় ইদানীন্তন কালের তুরস্ককে মেষপালের ন্যায় পরাজিত করিবেন। অতএব এক দলকে কারস আক্রমণ করিতে রাখিয়া তিনি এক দলকে আরজরুম, এক দলকে বায়াজিদ এবং এক দলকে বাটুম আক্রমণার্থ প্রেরণ করিলেন। প্রথমতঃ রুশীয়গণ যে প্রকার অগ্রসর হয় এবং তুরস্কগণ পশ্চাদ্গমন করে তাহাতে সকলে স্থির করেন আসিয়া মাইনর আর রক্ষা হইল না। প্রিন্স বিসমার্ক যাহা আলসাস লোরেনে করিয়াছিলেন, তদনুসারে রুশীয় গবর্ণমেন্ট আর্ম্মেণীয়া শাসনার্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ১৫ ই মে মেলিকফ নিজে আর্দাহানে দুর্গ আক্রমণ করেন। যদি ও ১৭,০০০ তুরস্ক এই স্থান রক্ষা করিতেছিল তথাপি তুরস্ক অধ্যক্ষের দোষে তিন দিনের মধ্যে ইহা রুশীয় সেনাপতির হস্তগত হইল। সৈন্যগণ আরজারুমে পলায়ন করিতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু ৮২ টী কামান এবং বিস্তর দ্রব্য শত্রুরা প্রাপ্ত হয়। মেলিকফ মহা আড়ম্বর সহকারে সম্রাটকে এক পত্র লিখিয়া কামান গুলি উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলেন। মেলিকফ প্রকাশ করিলেন যে আসিয়া মাইনর সম্রাটের পদতলস্থ হইয়াছে। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে তুরস্ক সেনাপতি সামান্য শত্রু ছিলেন না। আম্মদ মোক্তারপাশা চুরমদসি পর্য্যন্ত হটিয়া

যান। পথে তিনি ক্রমাগতঃ সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। আর্দাহান গ্রহণ করিয়া মেলিকফ আরজ্রুম আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। সোয়ানলি উপত্যকার নিকটে মোক্তার পাশা প্রথমতঃ শত্রুর গতিরোধ করিবার চেষ্টা পান; কিন্তু তাহাদিগের বল অধিক থাকাতে তিনি পূর্ব্বপ্রণালী অনুসারে আরও পশ্চাতে গেলেন। কিন্তু ফেরিসের ন্যায় এই সৈনাপতি শত্রুদিগের শিবিরের নিকটেই থাকিতেন। তাঁহার বাসিবাজুকগণ নিরন্তর রুশীয় শিবিরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিত। ক্ষুদ্র দল বহির্গত হইলে তাহাদিগের নিষ্কৃতি ছিল না। তথাপি এই সময়টী তুরস্কদিগের পক্ষে যথার্থই দুঃসময় ছিল বলিতে হইবে। ইতি মধ্যে কতকগুলি এমন ঘটনা ঘটিল যাহাতে রুশীয়দিগের দর্পচূর্ণ এবং তুরস্কদিগের উল্লাস উপস্থিত হইল।

আমরা বলিয়াছি যে সুলতানের নাবিকেরা সমুদ্রে সম্পূর্ণ প্রাধান্য স্থাপিত করে। কয়েক খানি যুদ্ধ জাহাজ রুশীয় বন্দর সুকুমকালের নিকটে হঠাৎ উপনীত হইল। ইতিপূর্ব্বে তুরস্ক চরদিগের উত্তেজনায় সার্কেশীয়া এবং আরকেসিয়াতে বিদ্রোহ হইয়াছিল। অনেক গুলি সার্কেশীয় আফিসর রুশীয় সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহিদিগের প্রধান হইয়া সুলতানের সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। বিখ্যাত শালিমের পুত্র ও বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীয়মান করিলেন। তুরস্ক যুদ্ধ জাহাজগুলি আসিবা মাত্র বিদ্রোহানল আরও প্রজ্বলিত হইল। সুকুমকালে তুরস্কের হস্তে পতিত হইল। কনষ্টান্টিনোপলে এতন্নিবন্ধন অনেক

আনন্দ সূচক কার্য্য হয়। রুশীয় গবর্ণমেন্ট স্বকুমকালের পতন, এবং সার্কেশিয়ার বিদ্রোহ নিবন্ধন রুকেশীয় সেনাদলের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিলেন। জুন মাসের প্রারম্ভে মেলিকফের অধীনে ২,৪০,০০০ সৈন্য হইল।

সুলতানও ক্রমশঃ মোক্তার পাশার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে ছিলেন। কিন্তু এই সেনাপতি কখন ৭০,০০০ সৈন্যের অধিক রণক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারেন নাই। তবে কয়েকটী বিষয়ে তাঁহার প্রাধান্য ছিল। শারীরিক বল সম্বন্ধে তুরস্ক যোদ্ধা রুশীয় অপেক্ষা প্রধান। তুরস্ক সৈন্যদিগের বন্দুক রুশীয় বন্দুক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কামানের সংখ্যা শত্রু দলে অধিক ছিল ও আছে, কিন্তু রুশীয়গণ নিপুণ গোলন্দাজ নহে। কারসের আক্রমণ সময়ে রুশীয় কামান হইতে ৪০০০০ বোমা আইসে, তাহার শত করা ৯৯ টী লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। তুরস্কগণ ১৭,০০০ বোমা ও গোলা নিক্ষেপ করে, ইহার অধিকাংশই শত্রুর ক্ষতি করিতে সমর্থ হয়। রুশীয় সৈনিক একটী বোধহীন যন্ত্র মাত্র। আফিসরগণ বলিতেছেন; ইহারা অগ্রসর হইতেছে। নিজের কোন জ্ঞানই নাই। প্রত্যেক তুরস্ক সৈনিক জানে যে দেশ ও মুসলমান ধর্ম্মের অস্তিত্ব তাহার উপরে নির্ভর করে। তাহার সম্পূর্ণ আগ্রহ। আহত তুরস্ক সৈনিক হাঁসপাতালে আসিবামাত্র চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করে "আমি কত দিনের মধ্যে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে পারিব ?" এক জন আহত আফিসর মধ্যে বলিয়াছিলেন, দুই সপ্তাহ মধ্যে তিনি যদি ঘৃণিত রুশের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে না পারেন তাহা হইলে আত্মঘাতী হই-

বেন। যাহাদিগের মধ্যে এত আগ্রহ তাহাদিগের কত প্রাধান্য তাহা যোদ্ধামাত্রেই জানেন। মোক্তার পাশার সৈন্যগণ এই আগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল। ১৫ ই জুন ব্রিগেডিয়ার জেনরল মম্মদ আলির সহিত রুশায়দিগের জিদির্খা গ্রামে যুদ্ধ হয়। দুই দিবস সমরের পর তুরস্ক সেনাপতি পরাজিত এবং ১০০০ সৈন্যের সহিত হত হইলেন। তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণ দেলিবাবাতে পলায়ন করিল। এই অবসরে রুশারগণ দ্রুতগতি মোক্তারপাশার নিকটে আগমন করিল।

এই সময়ের মধ্যে মুসলমান সেনাপতি অতি চমৎকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ফাইক পাশা রুশিরদিগকে বায়াজিদের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এদিকে দরবেশ পাশা বাটুনের নিকটস্থ রুশীয়দিগের উপরে হঠাৎ বজ্রবহ্নির ন্যায় পতিত হইয়া তাহাদিগকে এককালে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন। রুশীয় সৈন্যগণ জানিত যে তুরস্ক যোদ্ধা গড়ের বাহিরে যুদ্ধ করিতে জানে না। এই দিবস (২০ শে জুন) তাহাদিগের ভ্রম দূর হয়। বিস্তর লোক হত হইলে শত্রুগণ পলায়ন করে। অনেকে বন্দুক ও বস্ত্রাদি ফেলিয়া দিয়া দৌড়িয়াছিল। বাটুনের উদ্ধার করিয়া দরবেশ পাশা একদল সৈন্য প্রধান সেনাপতির সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। রুশীয়গণ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল মোক্তার পাশা দেখিলেন এই সুযোগ। তিনি আরজারুম রক্ষার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২১ শে জুন তিনি রুশীয়দিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। উভয় দলের

সেনাপতি অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে দুই দিবস দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করেন। পরিশেষে রুশীয়দল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া জেদিখাঁতে দূরীভূত হইল। বার্টন ও আরজাকম রক্ষা করিয়া মোক্তার কারস রক্ষার্থ গমন করিলেন। সেনাপতি মেলিকফ বিস্তর সৈন্য লইয়া পথে দণ্ডায়মান হইলেন। ২৫ এ জুন জিউইনের বিখ্যাত যুদ্ধ হয়। মেলিকফ এই দিবস বিস্তর সৈন্য ও কামান হারাইয়া ছিলেন। তুরস্ক পদাতিকেরা কি ভয়ানক পদার্থ মেলিকফ পুনর্ব্বার বুঝিতে সমর্থ হন। রুশীয় সৈন্যগণ মেষের ন্যায় দলে দলে মারা যাইতে লাগিল। রজনী উপস্থিত হইলে মেলিকফ স্বীয় পরাজিত ভগ্নসাহস ও ভয়বিহ্বল সৈনাদিগকে লইয়া পলায়ন করিলেন। কারসের পথ নির্ম্মক্ষিক হইল।

রুশীয়গণের যে প্রকার অভ্যাস আছে তদনুসারে মাইকেল কারসের অধ্যক্ষকে জারের নামে আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন। মুসলমান অধ্যক্ষ বলিয়া পাঠান যে রুশীয় সেনাপতি নিজে আসিয়া কারস গ্রহণ করুন। রুশীয়গণ রাত্রিদিন এই দুর্গে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। ১৮৫৫ অব্দে তাঁহারা এই দুর্গটী লইয়া ছিল। কিন্তু ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের পর তুরস্ক গবর্ণমেন্ট দুর্গটীর অনেক পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন। রুশীয়গণ বারম্বার আক্রমণ করিল কিন্তু বারম্বারই ব্যর্থমনোরথ হইল।

সুকুমকালে হইতে যে ৫০০০ রুশীয় যোদ্ধা পলায়ন করে তাহারা সার্কেশীয়দিগের দ্বারা বিনষ্ট হয়। এদিকে মেলিকফ বারম্বার মোক্তার পাশার নিকটে পরাজিত হওয়াতে রুশীয়গণ

সকল স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। সেনাপতি অক-সবজো তুরস্কদিগের আগমনের পূর্ব্বেই রুশীয় সীমা মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে ছিলেন। ৭ ই জুলাই মোক্তার পাশা কারস হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে জেবসি-কিয়াতে শিবির সংস্থাপন করেন। পর দিবস মেনেমেলসি পাশা ৪০০০ লোক ও খাদ্য দ্রব্য লইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। অনতি পরেই মোক্তার পাশা উপস্থিত; রুশীয়গণ তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল।

বায়াজিদ রুশীয়দের হস্তে পতিত হওয়াতে ফাইফ পাশা উক্ত নগর আক্রমণ করিতে ছিলেন। কিন্তু ১০ ই জুলাই সেনাপতি টর্গুকেসফ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রুশীয় সৈন্যদিগকে উদ্ধার করেন। পথে ইস্মাইল ও ফাইফ রুশীয় সেনাগণকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করেন, তথাপি টর্গু-কেসফ ইরিবানে পলায়ন করিতে সমর্থ হন।

এইরূপে বিখ্যাত ককেশীয় সেনাদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। তাহারা যে তুরস্কদিগকে ঘৃণা করিত, সেই তুরস্কগণ অল্প সংখ্যক হইয়াও আড়াই লক্ষ শত্রুকে রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য করে। মেলিকফ স্পষ্টাভিধানে স্বীকার করিলেন যে শত্রুর বল সামান্য জ্ঞান করা তাঁহার ভ্রম হইয়া ছিল। ককেশীয় সেনাদল পরাজিত হইয়া আতঙ্কে পলায়ন করিয়াছে এই সংবাদ রুশিয়াতে পৌঁছিলে ভয়ানক গোলযোগ হইতে লাগিল। সম্রাট আলেকজণ্ডার আর দুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিবার আজ্ঞা দিলেন। মেলি-কফের প্রতি দোষারোপ করা হইল; এবং গ্রাণ্ডডিউক মাই-কেল স্বহস্তে সকল কার্য্যের ভার লইলেন।

কয়েক দিবস উভয় দল নিস্তব্ধ ছিলেন। তৎপরে অনেক নূতন সৈন্য আগমন করাতে রুশীয় সেনাপতি পুনর্ব্বার বল পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। মেলিকফ অপমানিত হইয়া ছিলেন। তিনি পুর্ব্ব অপমান অপনয়নার্থ উন্মত্ত প্রায় হইয়া ছিলেন। ৮০,০০০ পদাতিক ৮,৫০০ অশ্বারোহী এবং ১৫০টী কামান সমভিব্যাহারে লইয়া অগ্রসর হইলেন। মোক্তার পাশার সৈন্যদিগের অনেকে পীড়িত থাকাতে তিনি কার-সের দিকে কতক হটিয়া আসিলেন। ইতি মধ্যে ইস্মাইল ও টর্গুকেসফে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে ছিল। এই দুই সেনাপতি প্রথমাবধি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। উভয়েই সমান কৌশলী; উভয়েরই সমান অধ্যবসায়। ১০ ই আগষ্ট রুশীয় অধ্যক্ষ ইস্মাইলকে আক্রমণ করেন। মুসলমান সেনাপতি আনি নগরে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়া ছিলেন। রুশীয়গণ আক্রমণ করিলে তিনি পশ্চাতে আসিলেন। ঐ স্থানে টর্গুকেসফ ঘোরতর যুদ্ধের পর পরাজিত হন এবং তাঁহার প্রায় ৪০০০ সৈন্য মারা যায়। কিন্তু অনেক সাহায্যকারী রুশীয় সৈন্য আগমন করাতে ইস্মাইল আরও কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া মিসিন উপত্যকায় শিবির স্থাপিত করিলেন।

টর্গুকেসফ দক্ষিণে জয়লাভ করিলে এককালে ইস্মাইল ও মোক্তারকে বিনষ্ট করা মেলিকফের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মিসিনের শিবির আক্রমণ করিতে টর্গুকেসফের সাহস হইল না। ১২ ই আগষ্ট মেলিকফ অত্যন্ত বলসহকারে মোক্তার পাশাকে আক্রমণ করিলেন। মুসলমান সেনাপতি গড়বন্দী করিয়া ছিলেন। রুশীয় সৈন্যগণ এই দিবস অতিশয় সাহস

প্রদর্শন করে; কিন্তু সকল সাহস বৃথা হইল। মেলিকফ পুনর্ব্বার পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। মোক্তার পাশা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। ১৮ই আগষ্ট মেলিকফ পুনর্ব্বার জাকিনলারে মোক্তার পাশাকে আক্রমণ করেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা; বৃথা সাহস; প্রায় ৫০০০ রুশীয় সৈন্য অদ্যকার যুদ্ধে রণশায়ী হয়।

তুরস্ক সেনাপতি এই জয়ে সন্তুষ্ট না থাকিয়া অবিলম্বে পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। ২৫শে আগষ্ট তিনি কিসিলটিপির নিকটে তাহাদিগকে রাত্রিকালে হঠাৎ আক্রমণ করেন। একজন রুশীয় রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন যে সোয়ারোর পর রুশিয়াতে আর ভাল সেনাপতি জন্মগ্রহণ করেন নাই। ডিবিটিশ ও পাস্কেওযেচকে বাদ দিলে একথার যাথার্থ স্বীকার করিতে হয়। একজন রুশীয় আফিসর রণস্থল হইতে এই যুদ্ধের বৃত্তান্ত সেন্টপিটার্সবর্গের একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ক্রোধ সহকারে বলিয়াছেন তুরস্কগণ আসিতেছে, কেহই ইহার কোন সংবাদ বলিতেন না। রুশীয় আফিসরেরা তুরস্ক ভাষা জানেন না, কিন্তু বিস্তর তুরস্ক আফিসর রুশীয় ভাষা জানেন। ঐ রাত্রিতে একজন তুরস্ক আফিসর চারি জন অশ্বারোহীর সহিত এক কালে রুশীয় শিবির মধ্যে আগমন করেন। সান্ত্রী "কে যায়" বলাতে আফিসর রুশীয় ভাষায় "বন্ধু" বলিলেন। সেনাদলে প্রতি রাত্রে এক একটী নূতন সাঙ্কেতিক কথা হয়। একথাটী না বলিলে কেহ শিবিরে প্রবেশ করিতে পারেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই তুরস্ক যোদ্ধা একথাটী ও

বলিলেন। তুরস্কগণ কোথায় রুশীয় সেনাপতি জানিতেন না। অথচ প্রত্যেক তুরস্ক সৈনিক ঐ দিবসের রুশীয় সঙ্কেত জানিতে পারে। যাহারা অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় ঈশ্বর তাহাদিগকে নির্ব্বোধ করেন এটী কি তাহার একটী নিদর্শন নহে? আর্পোচি নদীর অপর পারে এক দল রুশীয় সৈনা ছিল। তথায় সংবাদ পাঠান হইল। তাহারা নদীতীরে আসিল, কিন্তু কোথায় যাইবে এবং কি করিতে হইবে প্রধান সেনাপতি কিছুই না বলাতে তাহারা নিষ্কর্ম্মা হইয়া রহিল। এদিগে তুরস্কগণ কতকগুলি ছাউনি, বিস্তর দ্রব্য ও কামান কাড়িয়া লইল। এই যুদ্ধে মোক্তার সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন! ইহার ফল এই হইল যে রুশীয়গণ আর্দ্দাহান ও বায়াজিত ব্যতীত আর সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপনা-দিগের সীমা মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। ঐ দিবস কার্য্যতঃ বিখ্যাত ককেশীয় দল, যাহারা নিরন্তর ভারতবর্ষের দিগে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, উৎসন্ন গেল। এই যুদ্ধে ৪০০০ রুশীয় এবং ১২০০ তুস্ক সৈনা বিনষ্ট হয়।

এই জয়ে তুরস্কগণ যেমত উল্লাসিত হইল, রুশিয়াতে ও সেই প্রকার ভয় ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। সেনাপতিগণ কোন কাজের নহেন সকলে স্থির করিলেন। রুশীয় গবর্ণমেন্ট দৌড়কুচে সাহায্যকারী সৈনা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তুরস্ক অধ্যক্ষগন আর্দ্দাহান ও বায়াজিদ পুনঃ গ্রহণ করিলেন। ইস্মাইল রুশীয় প্রদেশ ইরিবানে এবং এক দল তুরস্ক অশ্বারোহী ককেশিয়াতে প্রবেশ করিল।

সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে মেলিকফ পুনর্ব্বার মোক্তার পাশাকে

আম্পোচি নদীর নিকটে আক্রমণ করেন, কিন্তু এবারও ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার উপরে প্রসন্ন হন নাই। আর্ম্মেনিয়াতে সুলতানের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। তুরস্ক গবর্ণমেন্ট এদিকে এত নিরাপদ জ্ঞান করিলেন যে ১২০০০ সৈন্যকে বেলদাদ হইতে বলগেরিয়াতে প্রেরণ করিলেন। এটী অতিশয় ভ্রম হয়। রুশিয়ার সৈন্য অধিক। সম্রাট নিকলাস প্রত্যেক যুদ্ধের পর জিজ্ঞাসা করিতেন "কত সহস্র বন্দুক নষ্ট হইয়াছে?" "কত লোক মারা গিয়াছে" তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন না। তিনি জানিতেন যত প্রয়োজন হইবে ততই তিনি কামানের ভোক্ষা প্রেরণ করিতে পারেন। রুশীয় জাতি জড় মাত্র: সম্রাট আজ্ঞা করিলেই বন্দুক স্কন্ধে করিতে হইবে। আইনানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি সেনাদলে গমন করিতে বাধ্য। কেবল লোক লইয়া যতদূর কথা রুশীয় গবর্ণমেন্টের ততদূর চিন্তার কারণ নাই। তুরস্কের সেনাপতি, আফিসর ও সৈন্যগণ অবশ্যই অসাধারণ নৈপুণ্য, অধ্যবসায়, সাহস ও স্বদেশহিতৈষীতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ৭০,০০০ লোক লইয়া মোক্তার পাশা রুশীয়দিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়াছেন। তথাপি সকল বিষয়ের সীমা আছে।

যখন আসিয়াতে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, তখন ডান্যুবের তীরে যুদ্ধার্থী উভয়দল কি করিতে ছিলেন? পাঠক ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। রুশীয়গণ রুমেলীয়াতে প্রবেশ করিলে ব্রেলিয়ার সেতুটী ভগ্ন না করা আবদুল করিমের প্রথম ভ্রম হয়। রণতরির অধ্যক্ষ হোবার্ট পাশা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে তিনি কতকগুলি কামানের বোট

লইয়া শত্রুদিগকে বাধা দিবেন। এককালে তিনি কৃতকার্য্য না হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকিলে পার হইতে রুশীয়দিগের যে বিস্তর ক্ষতি হইত তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু আব্দুল করিম ছোবার্টিকে বিদায় করিয়া দেন। এটী দ্বিতীয় ভ্রম। প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত রুশীয়গণ ডান্যুবের উত্তরপারস্থিত দুর্গ হইতে এবং তুরস্কগণ দক্ষিণ পারের কেল্লা হইতে পরস্পরের উপরে গোলাবর্ষণ করে। আবদুল করিম অন্য কোন কাজ করেন নাই। ঝড় ও বৃষ্টির জন্য রুশীয় দল প্রায় তিন মাস কাল ডান্যুবের তীরে চুপ করিয়া থাকে, পরিশেষে তাহারা ১০এ জুন হঠাৎ সিমিনিজার নিকটে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া পার হইল। তুরস্ক সেনাপতি সামান্যমাত্র বাধা দিয়াছিলেন। একখানি কামানের নৌকা নিকটে ছিল; সেখানি অগ্রসর হইল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একটী গোলা নিক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল। পার হইবার সময়ে রীতিমত বাধা দিলে, অন্ততঃ ৩০,০০০ রুশীয় সৈন্য বিনষ্ট হইত। রুশীয় সেনাপতিগণ স্থির করেন নদী পার হইতে অন্ততঃ২০০০০ লোক নষ্ট হইবে। কিন্তু ১০০০ মাত্র হতাহত হইয়াছিল !!! নিকপলিস যদি রক্ষা না করা সেনাপতির ইচ্ছা ছিল, তবে পুর্ব্বেই তত্রত্য সৈন্যদিগকে সতর্ক করা তাঁহার উচিত ছিল। তিনি তাহাও করেন নাই। অতএব সেনাপতি ৬০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য, ১০০ কামান এবং বিস্তর দ্রব্য ক্রুডনার অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে হস্তগত করেন। শিপকা উপত্যকায় যথেষ্ট সৈন্য না রাখা অতিশয় অন্যায় হয়। ১১০০ কসাক এই উপত্যকা ভেদ করে। দুই রেজিমেন্ট সুশিক্ষিত সৈন্য

থাকিলে ৫০,০০০ রুশীয় ইহা ভেদ করিতে পারিত না। এগুলি অতিশয় অন্যায় কাজ হয়। কেন ইহা হইয়াছে, তাহা সময়ে প্রকাশ পাইবে; কিন্তু ইহা বলা উচিত যে, আবডুল করিম চেষ্টা করিলে ডান্যুব পার হওয়া সহজ হইত না; শিপকা গ্রহণও অসম্ভবই হইত।

রুশীয়গণ ডান্যুব পার হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া সুলতান আবডুল হামিদ আবডুল করিমকে টেলিগ্রাফ দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান শত্রুগণ নদী পার হইবার সময়ে তিনি তিনলক্ষ লোক লইয়া কি করিতেছিলেন? সেনাপতি বলিয়া পাঠান যে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন তদনুসারে একজন রুশীয় ও প্রাণ লইয়া পুনর্ব্বার ডান্যুব পার হইবে না। সুলতান একথায় সন্তুষ্ট না হইয়া সৈনিক মন্ত্রী রেডিফপাশাকে রণস্থলে প্রেরণ করিলেন। আবডুল করিমকে আজ্ঞা দেওয়া হইল যেন তিনি সমুদয় সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন; কিন্তু ইহার কিছুই হইল না। আবডুল করিম ও রেদিফ পাশা উভয়ে শত্রুদিগের নিকট উৎকোচ লইয়াছিলেন, জনরব উঠে। একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে; তথাপি শত্রুগণ যখন ডান্যুব পার হইতেছিল তখন আবডুল করিম মনে করিলে তাহাদিগের অনেক ক্ষতি করিতে পারিতেন। রুশীয় সেনাপতিগণ আশা করিয়াছিলেন যে পার হইতে অন্ততঃ ২০০০০ লোক মারা যাইবে, কিন্তু কার্য্যত ১০০০ মাত্র হতাহত হইয়াছিল। আবডুল করিম বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহার আর কার্য্যক্ষমতা ছিলনা, সুতরাং মস্কোগণ দ্রুতগতি নিকপলিস, সিষ্টোবা ও টির্নবা অধিকার করিল। এক দল

রুশীয় বলপূর্ব্বক শিপকা উপত্যকা দিয়া বালকানের দক্ষিণ পারে আসিল। দুই রেজিমেন্ট সৈন্য এবং একজন উপযুক্ত আফিসর থাকিলে এই শিপকা ভেদ করা অসাধ্য হইত; কিন্তু পূর্ব্বে কোন বন্দোবস্তই হয় নাই, সুতরাং যে কয়েক শত সৈন্য ছিল তাহারা সহজে দূরীভূত হইল। তরঙ্গের ন্যায় রুশীয় সৈন্যগণ বালকানের দক্ষিণে আসিতে লাগিল। ফিলিপোলিস ও আড্রিয়ানোপলের মধ্যে রেলওয়ে সংযোগ স্থগিত হইল। আড্রিয়ানোপল তুরস্কের মধ্যে দ্বিতীয় নগর, এটী গেলেই কনষ্টান্টিনোপল গেল। তুরস্ক ও গেলেন, রাজধানীতে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সুলতান যাবতীয় সবলকায় লোকদিগকে অস্ত্র ধারণ করিতে আহ্বান করিলেন। বলগেরীয়গণ এই সুযোগে যাবতীয় মুসলমানের উপরে অত্যাচার আরম্ভ করাতে সহস্র সহস্র মোগল রাজধানীতে যাইতে লাগিল। বিশৃঙ্খলা, ভয় আত্মনাদ ব্যতীত আর কথা নাই। আড্রিয়ানোপল ও রুশীয় যোদ্ধৃদলের মধ্যস্থলে কেবল রিউফ পাশা ২০,০০০ লোক লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, ইহারা কি অগ্রগামী শত্রুদিগের গতিরোধ করিতে সমর্থ? একিসালয়াতে রুশীয়গণ রিউফকে আক্রমণ করাতে তিনি কারাবনারে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তুরস্ক সাম্রাজ্য টলমল করিতেছে, এমন সময়ে সলিমান পাশা মন্টিনিগ্রো হইতে ৪০,০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া আড্রিয়ানোপলে উপস্থিত হইলেন। সলিমান এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিশ্রাম না করিয়া সৈন্যদিগকে অগ্রে যাইতে কহিলেন। এই সৈন্যগণ দুই বৎসরাবধি মন্টিনিগ্রোর পর্ব্বতে যুদ্ধ করিতেছিল। টাইমসের এক জন

সংবাদ দাতা বলেন ইহাদিগের যদি ও ছিন্নবস্ত্র ও ছিন্ন-পাদুকা ছিল, তথাপি তিনি এপ্রকার বলবান যোদ্ধা কোন সেনাদলে দর্শন করেন নাই। কেহই বহুকাল বেতন পায় নাই। আহারের মধ্যে দিনান্তে কয়েকখানি বিস্কুট ও কয়েকটী খেজুর। তথাপি আগ্রহের সীমা নাই। ট্রেণের পর ট্রেণ ক্রমাগতঃ সৈন্য লইয়া চলিল। যে দিবস রিউফ কারাবনারে পশ্চাদ্গমন করেন সলিমান সেই দিবস তথায় উপস্থিত হইলেন। তুরস্ক সৈন্যগণ বিশ্রাম চাহিল না, তাহারা এক কালে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সেই দিবসেই এরিকসাগরা পুনর্ব্বার সুলতানের হস্তগত হইল। সৈন্যগণ পলায়নপর বৈরীদিগের বিস্তর কামান কাড়িয়া লইল। সলিমান অগ্রসর হইতে লাগিলেন, রুশীয়গণ শিপকা উপত্যকার উত্তরমুখে একটী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। সলিমান তথায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

শিপকা উপত্যকায় যে প্রকার ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে, পৃথিবীর ইতিহাস মধ্যে এমন যুদ্ধ প্রায় হয় নাই। উভয়েরই প্রতিজ্ঞা ও সাহস সমান। তুরস্ক রুশীয়কে দেখিলে, এবং রুশীয় তুরস্ককে দেখিলে প্রতি-দ্বন্দ্বী ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পরের উপরে ঝম্প দিয়া পতিত হইতেছে। উভয় দলের বিস্তর লোক মারা গিয়াছে। রণ-স্থলে যে সকল পত্রপ্রেরক আছেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে উপত্যকার দক্ষিণ মুখে যথেষ্ট সৈন্য রাখিয়া অন্য পথ দিয়া সলিমানের পর্ব্বত পার হইয়া প্রধান সেনাপতির

সহিত একত্রিত হওয়া উচিত ছিল। সমুদ্রে তুরস্কের প্রাধান্য। সলিমান মনে করিলে সহজে বারণার নিকট দিয়া সসৈন্যে গমন করিতে পারিতেন। তথাপি তিনি এবং তাঁহার পর আউব পাশা শিপকা আক্রমণ করিতেছেন তখন এই উপত্যকা হইতে শত্রুদিগকে দূরীভূত করা নিতান্ত অসম্ভব ইহা স্থির করিতে হইবে। যাহাহউক এক্ষণে এ বিষয়ে কোন চড়ান্ত মত প্রকাশ করা উচিত নহে।

২১ শে আগষ্ট তুরস্ক সৈন্যগণ বিপুল আগ্রহ সহকারে রুশীয়দিগকে আক্রমণ করিলে, তাঁহারা কাষ্ঠবীড়ালের ন্যায় উচ্চতর পর্ব্বত বহিয়া নিচে পতিত হইতে লাগিল। সলিমান অতি শীঘ্র কয়েকটী গড় অধিকার করিলেন। ১১ দিবস রাত্রি দিবা ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছে। অনেকবার উভয়-দলে কেবল সাঙ্গিন ব্যবহার করিয়াছে। অনন্তর উভয়দলের বিস্তর লোক মারা যাইবার পর সলিমান উপত্যকার প্রধান কেল্লা নিকলাস অধিকৃত করেন। কিন্তু রুশীয়গণ অতি শীঘ্র তাহার পুনরধিকার করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ও (২৫ এ অক্টবর) উভয় দলে এই উপত্যকার কারণ যুদ্ধ করিতেছেন। রুশীয়-গণ স্বীকার করিয়াছে যে তুরস্ক যোদ্ধাগণ সামান্য বৈরী নহে। বস্তুতঃ উভয়দলস্থ যোদ্ধাগণ কৌশলের না হউক সাহসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এদিকে স্থানান্তরে ভয়ানক সংগ্রাম হইতেছিল। নূতন প্রধান সেনাপতি মহম্মদ আলি আগমন করাতে তুরস্কদিগের পুনর্ব্বার সাহস বাড়িয়া উঠিল। প্রথমতঃ তাহারা যে দুর্ব্বল-হৃদয়তা প্রদর্শন করে তাহাতে ইউরোপ ও পৃথিবী ভাবিয়া-

ছিলেন তাহাদিগের শেষ দশা উপস্থিত। কিন্তু সলিমান হঠাৎ শত্রুদিগকে বারম্বার পরাজিত করাতে সমস্ত ইউরোপ একেবারে চমৎকৃত হইলেন। মহম্মদআলির অধীনে এক লক্ষ লোকের অধিক ছিলনা। এইটী প্রধান দল এবং তুরস্কের প্রধান অবলম্বন। তিনি হঠাৎ একটী বৃহৎ যুদ্ধে এই দলকে বিপন্ন করিতে পারিতেন না। রুশিয়া হইতে ক্রমাগত সৈন্য আসিতেছিল। একটী অথবা দুইটী প্রধান যুদ্ধে রুশীয়গণ পরাজিত হইলে ও রুশিয়ার তত ক্ষতি নাই; কিন্তু তিনি একটী যুদ্ধে গুরুতর প্রহার সহ্য করিলে সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবে। অতএব সাবধান হইয়া অগ্রসর হওযা, এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুশীয়দলকে আক্রমণ করা তাঁহার কার্য্য প্রণালী হয়। মহম্মদআলি পূর্ব্বে রহিয়াছেন। প্রধান রুশীয় দল ও তুরস্ক সেনাপতির মধ্যে জারের জেষ্ঠ পুত্র। প্লেবনা তুরস্কের একটী প্রধান দুর্গ। এটী লইতে না পারিলে রুশীয়গণ উত্তর পশ্চিম হইয়া আডিয়ানোপলের দিকে যাইতে পারিবেন না। অতএব মহম্মদ আলি ও সলিমান একত্রিত হইবার পূর্ব্বে রুশীয় সম্রাট প্লেবনা জয় করিতে মনস্থ করিলেন।

৩০এ জুলাই সোমবার প্রিন্স কাডিয়স্কি ৩৩,০০০ সৈন্য লইয়া প্লেবনা আক্রমণ করিলেন। ওসমান পাশা এদিক রক্ষা করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কএকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধে রুশীয়গণ জানিতে পারে যে ওসমান সামান্য শত্রু নহেন। তথাপি রুশীয় সৈনিক ও আফিসরগণ এবং সেনাপতি জয় নিশ্চয় জানিয়া অগ্রসর হইলেন। রুশীয় সৈনিকগণ

অত্যন্ত সাহসসহকারে অগ্রসর হইল। যাঁহারা তাহাদিগের অধ্যবসায় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই তাহাদিগের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে সেনানী অকর্ম্মণ্য, তথায় সৈনাদিগের সাহসে কি করিতে পারে? দুর্গের সম্মুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত ওসমান খানা কাটিয়া রাখিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ কামানের যুদ্ধের পর যখন রুশীয় পদাতকেরা দুর্গ গ্রহণার্থ অগ্রসর হইল, তখন ওসমান নিজের কামান বন্ধ করিয়া পদাতিকদিগকে খানার মধ্যে যাইতে বলিলেন। রুশীয়গণ চীৎকার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এক জন তুরস্ক একটী বন্দুক ও করিতেছে না কিন্তু শত্রুগণ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। রুশীয়গণ পক্ষীর ন্যায় ভূমে পড়িতে লাগিল। শেষে রণভর সহিতে না পারিয়া সকলে পলাইতে আরম্ভ করিল। দলে দলে আফিসর মারা পড়িলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে রুশীয় সেনাপতি ও পলায়ন করিলেন। কে কোথায় তাহার ঠিকানা নাই। কোন আফিসর কোন রেজিমেণ্টে আছেন, সে রেজিমেণ্ট কোথায় তাহার স্থিরতা নাই। ওসমান যদি উহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেন তাহা হইলে সমুদায় রুশীয়দল বিনষ্ট হইত কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই; বোধ হয় তাঁহার সামর্থ ছিল না। "হয় জয় নচেৎ ক্ষয়" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া শত্রুর সহিত একটী মহাযুদ্ধ করিবার এসময় তুরস্কের নহে। যদিও ওসমানের প্রতি এইকারণে দোষারোপ করা হইয়াছে তথাপি যুদ্ধের সমুদয় ইতিহাস প্রকাশিত না হইলে কিছু বলা পরামর্শ সিদ্ধ নহে। প্রায় ২৫,০০০ লোক এই

যুদ্ধে হতাহত হয়। এক জন রুশীয় আফিসর আক্ষেপ করিয়া বলেন "আমাদিগের সৈন্যগণ প্রত্যেক আওয়াজে মারা যাইতেছে; কিন্তু মুসলমান সৈন্যগণ খানার মধ্যে ছিল আমরা কেবল তাহাদিগের টুপির অগ্রভাগ মাত্র দর্শন করিতে ছিলাম তাহারা যে অগ্নি বর্ষণ করিতেছিল তাহার সম্মুখে মনুষ্য দণ্ডায়মান হইতে পারে না।" এই পরাজয় হইবামাত্র রুশীয়দিগের দম্ভ এককালে বিনষ্ট হইল। সম্রাট চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্য আনিবার আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার শরীররক্ষকগণ পর্য্যন্ত রণস্থলে আসিবার আজ্ঞা পাইল। ইউরোপীয় লোকেরা দেখিলেন রুশিয়া যেরূপ ভাণ করিতেন, তাঁহার বাস্তবিক তত বল নাই। তুরস্ক নিপতিত হইলে ইংলণ্ডকে রণস্থলে অবশ্যই আগমন করিতে হইত। নিকটে রণতরি দল রহিয়াছে। মালটাতে কয়েক সহস্র সৈন্য ও প্রেরণ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোক রুশিয়ার বিপক্ষ। যুদ্ধ করা অনেকের মত। কিন্তু প্লেবনার যুদ্ধে ইংলণ্ডকে অন্ততঃ শীঘ্র যুদ্ধঘোষণা করিতে হইল না। রুশীয় আফিসরদিগের পূর্ব্বতন গর্ব্ব গিয়াছে। তাঁহারা এখন বলিতেছেন যে সেনাপতি ইগনেটিফ তুরস্কের বল বুঝিতে না পারিয়া সম্রাটকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। যাহা হউক লর্ড সালিসবরি পর্য্যন্ত প্লেবনার যুদ্ধের পর বলিয়াছেন যে রুশিয়ার সৈনিক বল আর ভয়ের কারণ নহে।

ডানুব পার হইবার অনতিপরেই রুশীয়গণ রশ্চক আক্রমণ করে। এটী একটী বৃহৎ দুর্গ। রুশীয়গণ কয়েক দিবসাবধি ক্রমাগত গোলা নিক্ষেপ করে। যে স্থানে লোকের

বসতি; যথায় হাসপাতাল; যেখানে দরগা ও ইংরাজ-কনসলদিগের বাটী ছিল, জারের জ্যেষ্ঠ পুত্র তথায় ও অগ্নি বর্ষণ করেন। রুশচকের অপর পারে গুরগিবো নগর। তুরস্কগণ বৈরনির্য্যাতনার্থ তথায় গোলা মারিতে লাগিল। উভয় নগরের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। বিস্তর লোকের বাটী নষ্ট হইয়াছে; অথচ যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন দলের কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু অকারণ মনুষ্য ও সম্পত্তি নষ্ট করিবার সূত্রপাত রুশীয়দিগের দ্বারাই প্রথমে হয়। এই প্রকার নিষ্ঠুরতা-সহকারে এই যুদ্ধ হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে মম্মদ আলি রুশীয় রাজকুমারকে যান্ত্রানগরে দূরীভূত করা অবধি এই বালাই দূর হইয়াছে। তুরস্ক অধ্যক্ষের সম্মানের বিষয় ইহার পর তিনি আর গুরগিবোতে বোমা নিক্ষেপ করেন নাই।

প্লেবনার প্রথম যুদ্ধের পর সেনাপতি ওসমান লবচা পুনরধিকার করেন। রুশিয়া হইতে সহকারী সৈন্য আগমন করাতে জার আলেকজণ্ডার দ্বিতীয়বার এই স্থান আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। ওসমানের অপেক্ষা অধিকতর সৈন্য লইয়া এবার অগ্রসর হওয়া হয়। তুরস্ক অশ্বারোহিগণ একটী যুদ্ধে পরাজিত হয়। রুমেণীয়-রুশীয় দল লবচা পুনরধিকার করিতে সমর্থ হয়। গ্রিবিজা নামক প্রধান মরিচাটী ও তাহারা অধিকার করে। কিন্ত ওসমান অনতি-পরে (৭ই সেপ্টেম্বর) এই মরিচা পুনর্গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। তৎপরে কএক দিন রুশীয় সৈন্যগণ চুপ করিয়া রহিল। অনন্তর চারিদিবস পরে তাহারা তৃতীয় বার প্লেবনা আক্রমণ করে। নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

দুইবার রুশীয় সেনাপতিগণ প্লেবনা আক্রমণ করেন। দুই বারই ওসমান তাঁহাদিগকে হটাইয়া দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রধান সেনাপতি মহম্মদ আলি, অথবা সলিমান কেহই তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। অদ্য সম্রাট আলেকজণ্ডরের জন্মদিন, রুশীয় আফিসরগণ এটী শুভদিন জ্ঞান করিয়া তুরস্ক দুর্গ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। ওসমানের বারুদ ও খাদ্যদ্রব্যের কষ্ট হইয়াছিল। অতএব রুশীয় সেনাপতিগণ প্লেবনার পতন সাধন করিতে এত মুক্তসংশয় হন যে রণক্ষেত্রের কিঞ্চিৎদূরে তাঁহারা একটী উচ্চ আসন প্রস্তুত করিয়া সম্রাটকে তদুপরি উপবিষ্ট থাকিয়া সৈন্যদিগের জয় ও শত্রুর পরাজয় দর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। আলেকজণ্ডার ও তাঁহার ভ্রাতা তদনুসারে তথায় গমন করিলেন। রুশীয় দলের প্রধান সেনাপতি অবশ্যই তুরস্ক কামানের গোলার সীমার বাহিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রুশিয়া হইতে অনেক সাহায্যকারী সৈন্য আসিয়াছিল। রুমেনিয়ার প্রিন্স চারলস ৫০,০০০ লোক আনিয়াছিলেন। উভয়দলে সর্ব্বশুদ্ধ ১,২৫,০০০ লোক হইয়াছিল। ওসমানের অধীনে ঊর্দ্ধসংখ্যা ৫০,০০০ সৈন্যের অধিক থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। ইহার মধ্যে ৪০,০০০র অধিক কর্ম্মঠ ছিল কি না সন্দেহ। সম্রাট আলেকজণ্ডার এবং প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ দর্শন করিতে প্রস্তুত হইলেন। আফিসর ও সৈন্যগণ মহোল্লাসে যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর বৈকালে দুই তিন ঘটিকার মধ্যে সেনাপতি জোটফ প্লেবনা আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন। রুশীয়-

দলে সৈনিক ও আফিসরের অভাব নাই; তাহারা শক্রর দেশে প্রবেশ করিয়াছে। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই তুরস্কগণ কি করিতেছে তাহা প্রায় কেহই জানে না। পক্ষান্তরে ওসমান বিপক্ষদিগের সকল সংবাদ জানিতেন। বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে ওসমান আক্রমণের প্রতিক্ষা না করিয়া নিজে আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি স্কোবেলেফ ও এমার্টিনিস্কি দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে আজ্ঞা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত ছিল। চারি দিবস পূর্ব্বে তুরস্কগণ এই পর্ব্বতে যাইতে পারে নাই, কিন্তু অদ্য তাহারা তথায় গমন করিয়াছিল। রুশীয় সেনাপতির অনবধানতা নিবন্ধন তথায় একজন ও প্রহরী ছিল না। ওসমান এককালে উভয় সেনাপতিকে আক্রমণ করিলেন। রুশীয়দিগের মধ্যে এপর্য্যন্ত কেবল স্কোবেলেফ কতক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তুরস্ক সেনাপতি তাঁহাকে তিনবার এবং অপর সেনাপতিকে দুইবার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। রুশীয়দিগের বিস্তর সৈন্য আগমন করাতে ওসমান পশ্চাৎ গমন করিলেন। তুরস্ক বন্দুক ও কামান এককালে বন্ধ হইল। রুশীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবিলেন শত্রুগণ হতবল ও হতাশ্বাস হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে এককালে আক্রমণ করিয়া প্লেবনা লইবার এই সুযোগ। তদনুরূপ আজ্ঞা ও প্রদত্ত হইল।

লণ্ডনস্থ ডেলি নিউসের পত্রপ্রেরক রুশীয় দলে আছেন। ইনি রুশিয়ার পক্ষপাতি, এই যুদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন। আমরা ইহার বৃত্তান্ত অবলম্বন

করিয়া বর্ণন করিতেছি। এই সময়ে কুজ্ঝটিকা হইয়াছিল। পত্র প্রেরক বলেন সেনাপতি ক্রুডনার তাঁহার দক্ষিণদিকে আক্রমণ করিতেছিলেন। দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরন্তর বন্দুক ও কামানের শব্দ হইতেছিল, মধ্যে মধ্যে কুজ্ঝটিকার মধ্যে রুশীয় গোলন্দাজদিগকে দেখা যাইতেছিল। কুজ্ঝটিকার জন্য কখন তাঁহাদিগকে রাক্ষস ও কামানগুলিকে অলৌকিক বৃহদাকার নল বলিয়া বোধ হইতেছিল। কখন তাহারা কেবল ছায়ার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কখন বা বোধ হইল কামান ও গোলন্দাজগণ যেন রক্তে অভিষিক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন যে এপ্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ তিনি আর কখন শ্রবণ করেন নাই। রুশীয় কামানগুলি ক্রমাগত অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। পদাতিকগণ ও অলস ছিল না। হঠাৎ মুসলমানদিগের কামান বন্ধ হইল। তাহারা কি পরাজিত হইয়াছে? তাহাদিগের কামান কি অকর্ম্মণ্য হইয়াছে? না হইলেই বা এই ঘোরতর যুদ্ধে এককালে অগ্নি বর্ষণ বন্ধ হইল কেন? অতএব এক্ষণে অভীপ্সিত সুযোগ আসিয়াছে। রুশীয় সেনাপতি ক্রুডনার উল্লাস-সহকারে এক দল পদাতিককে সম্মুখস্থিত তুরস্ক মরিচা গ্রহণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। জয়ধ্বনি করিয়া তাহারা একটী বৃহৎ মক্কা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল। তুরস্কগণ কোথায়? ওসমান কোথায়? রুশীয় পদাতিকগণ দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে লাগিল। মরিচা নিকটস্থ; এক জন ও তুরস্ককে দেখা যাইতেছে না। পুনর্ব্বার জয়ধ্বনি, কিন্তু এবার এই শব্দ শেষ হইতে না হইতেই অটমান মরিচার দক্ষিণ,বাম,মধ্য ও পশ্চাৎভাগ হইতে এক কালে একটী

অগ্নিমণ্ডল দেখা দিল। বন্দুকের গুলির সাঁই সাঁই ; তদুপরে বজ্রের ন্যায় কামানের গভীরতর শব্দে নিরন্তর কর্ণ বধীর হইতেছিল। পত্র প্রেরক বলেন এই অগ্নিমণ্ডল নিরন্তর একবার অগ্রসর হইতেছে ও পুনর্ব্বার পশ্চাতে যাইতেছে। পর্ব্বতাকার শ্বেত ধূম পটলে গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তুরস্ক বন্দুক হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় ক্রমাগতঃ এত গুলি আসিতেছিল যে তাঁহার বোধ হইল, মনুষ্য দূরে থাকুক একটী খরগস ও তন্মধ্য দিয়া প্রাণ লইয়া যাইতে পারে না। দশটী গুলির মধ্যে যদি একটী ও একজন সৈনিককে বধ করে তাহা হইলেও আক্রমণকারিগণের রক্ষা ছিল না। রুশীয় সৈন্যদিগের এক প্রকার পশুবৎ সাহস আছে। যে সাহস বুদ্ধিমূলক ; যাহা ব্রিটিশ, ফরাসী অথবা জার্ম্মেনীয় সৈনিকগণ প্রদর্শন করে ; যাহা এক্ষণে তুরস্ক যোদ্ধাগণ সর্ব্বত্র প্রদর্শন করিতেছে, তাহা তাহাদিগের নাই ; কিন্তু তাহারা মৃত্যুকে ভয় করে না। এই অগ্নি বৃষ্টি, তথাপি তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতিবারে শত শত লোক পড়িতেছে। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার উপরে কাগজ ধরিলে যেমন ক্ষণকাল মধ্যে শঙ্কুচিত হইয়া যায় সেই প্রকারে তাহাদিগের সেনাদল শঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তথাপি তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল, কতকগুলি মরিচার উপর উঠিল। কিন্তু দণ্ডায়মান হইবার পূর্ব্বে পক্ষীর ন্যায় পালে পালে ভূতলে মৃত পতিত হইল। কাহার সাধ্য এই অগ্নি মধ্যে তিষ্ঠিতে পারে। এই সাহসী সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। কে কোথায় কোন দিগে দৌড়িতেছে তাহার ঠিক নাই।

ইতিমধ্যে ২৫০০ সাহায্যকারী সৈন্য আসিল। পুনর্ব্বার সকলে দুর্গের দিগে দৌড়িল। কিন্তু পত্রপ্রেরক অল্পক্ষণ পরেই দর্শন করিলেন কয়েকশত মাত্র শ্বাসহীন যোদ্ধা মক্কা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিয়া আসিতেছে। ক্রুডনার ও ক্রিলফ অকৃতকার্য্য হইলেন। তুরস্ক মরিচা রুশীয় শিবির হইতে ১২০০ গজ ছিল। এইটুকু অগ্রসর হইতে ৮০০০ রুশীয় মৃত্তিকা দংশন করিল।

স্কোবেলেফ পৃথক ধাতুর লোক। বিংশতি সহস্র লোক লইয়া তিনি লবয়ার দিগ হইতে অগ্রসর হইলেন। তুরস্ক পদাতিকগণ কি ভয়ানক যোদ্ধা তাহা রুশীয়গণও স্বীকার করিয়াছে। একজন রুশীয় বলিয়াছেন "আমরা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলে আর যুদ্ধ করি না। কিন্তু তুরস্ক সৈনিকের যতক্ষণ শরীরে শ্বাস থাকে, যতক্ষণ সে হত অথবা বন্দীভূত না হয়, ততক্ষণ অগ্নি বর্ষণ করিতে থাকে।" স্কোবেলেফের সৈন্যগণ দৃঢ় পদসঞ্চারে অগ্রসর হইতে লাগিল। রুশীয় সৈন্যদিগের সঙ্খ্যা এত অধিক, তথাপি তাহারা যখন অগ্রসর হইতেছে, তখন বোধ হইতেছে যে যেন একজন লোক যাইতেছে। এমত সুশিক্ষিত; কিন্তু এই সৈন্য শ্রেণী শীঘ্র ভঙ্গ হইল। ইহারা সোজা যাইতেছিল; কিন্তু অতি শীঘ্র অর্দ্ধচন্দ্র ভাব অবলম্বন করিল। তুরস্ক কামানগুলি অবিশ্রান্ত অগ্নি বর্ষণ করিতেছিল, পদাতিকদিগের বন্দুকের অগ্নি এত ভয়ানক হয়, যে কেবল ক্রমাগত যেন একখানি বৃহৎ অগ্নিময় বস্ত্র রুশীয়দিগের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। পত্রপ্রেরক বলেন কিছুক্ষণ

তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল ; আর দূরবীক্ষণ ধারণ করিতে পারিলেন না। রোদন করিবার ইচ্ছা হইল ; হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। রুশীয়গণ পশ্চাদ্গামন করিল। স্কোবেলেফ তৎক্ষণাৎ আর দুই রেজিমেন্ট সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সকলে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইল। কিন্তু পুনর্ব্বার পশ্চাদ্গামন। রুশীয় সেনাপতির পার্শ্বে যে সকল আফিসর ছিলেন একে একে সকলেই ভূতলশায়ী হইলেন। কিন্তু অদ্য ভাগ্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। তথাপি একটী গোলায় তাঁহার তলবার দুই খণ্ড হইয়া ভগ্ন হইল। তিনি নিজে মধ্যে পড়াতে সৈন্যগণ পুনর্ব্বার অগ্রসর হইল। এবার অনেকে মরিচায় উঠিল। তুরস্কগণ হারিল দেখা যাইতেছে। কিন্তু না, পূর্ব্বাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। রুশীয় দল পুনর্ব্বার পলায়ন করিল। স্কোবেলেফের এক্ষণে ১৫,০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া নিজে অগ্রসর হইলেন। চতুর্দ্দিকে সেনাদল পলাইতেছে। তুরস্ক কামানের বজ্রনাদ ; মুসলমান সৈনিকগণ চীৎকার করিয়া শত্রুদিগকে বলিতেছে "ক্ষমতা থাকে দুর্গ লও।" রুশীয় আহতদিগের ক্রন্দন ; পলায়িতদিগের আর্ত্তনাদ। সকলই বিশৃঙ্খলা। কিন্তু সেনাপতির সাহস তখন ও যায় নাই ; তিনি অক্ষুব্ধচিত্তে পলায়িতদিগকে আশ্বাস দিয়া সকলের অগ্রে নিজে থাকিয়া দুর্গের দিকে যাইতে লাগিলেন। যোদ্ধাদিগের পুনর্ব্বার সাহস বৃদ্ধি হইল। চীৎকার করিয়া তাহারা সেনাপতির পশ্চাতে যাইতে লাগিল। নিকটে একটী খানা। সেনাপতি পার হইতে উদ্যত। হঠাৎ অশ্ব ও

আরোহী উভয়ে তন্মধ্যে পতিত হইলেন। কিন্তু স্কোবেলেফ তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া সৈন্যদিগকে আহ্বান করিলেন। আগুনের বৃষ্টি। চতুর্দ্দিকে সেনাগণ পড়িতেছে, কিন্তু এব্যক্তি যেন দেবতার বর পাইয়াছিলেন। পিপিলিকার ন্যায় রুশীয় সৈনিকেরা মরিচা বাহিয়া উঠিল। তুরস্ক সেনাগণ আর তিষ্ঠিতে পারিল না। দুর্গ রুশীয়দিগের হইল।

এই মরিচাটী প্লেবনার প্রধান বল। আর দুটী মরিচা মারিতে পারিলেই প্লেবনার পতন হইবে। ওসমান তাহা জানিতেন। পর দিবস প্রত্যুষ মাত্র হইয়াছে এমত সময়ে ওসমান নিজে ইহা পুনগ্রহণার্থ আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। যে কারণেই হউক রুশীয়গণ সে দিবস প্লেবনার কোন অংশ আক্রমণ করে নাই। ওসমান তন্নিমিত্ত বিস্তর সৈন্য লইয়া স্কোবেলেফের উপরে বজ্রের ন্যায় পতিত হইলেন। তুরস্কগণ কেবল দুর্গ রক্ষা করিতে পারে লোকের সংস্কার ছিল; কিন্তু এই যুদ্ধে অটমান যোদ্ধাগণ প্রদর্শন করিয়াছে যে তাহারা যেমত আত্মরক্ষা সেই প্রকার সাহসের সহিত শত্রুকে সম্মুখ সংগ্রামে আক্রমণ করিতে সমর্থ। এই যুদ্ধ উপলক্ষে এই পত্র প্রেরক বলিয়াছেন "একে একে তুলনা করিলে তুরস্ক সৈনিক রুশীয় অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান। উচ্চতমরণ কৌশল সম্বন্ধে উভয় দলের সেনাপতিরা কোন ক্ষমতাপ্রদর্শন করিতে পারেন নাই (?) কিন্তু ক্ষুদ্রতর কৌশল লইয়া যত দূর তত দূর তুরস্কের সহিত রুশীয়ের তুলনা হয় না। তুরস্কের বন্দুক ও কামান রুশীয়দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুরস্ক ইঞ্জিনিয়রগণ উপযুক্ত; এবং পূর্ব্ব দিবসে গড়ের যে ক্ষতি হই-

য়াছে, রাত্রির মধ্যে তাহার সংস্কার করিতে সমর্থ। রুশীয় ইঞ্জিনিয়রগণ একটী সেতুর ছিদ্রও বন্ধ করিতে সমর্থ নহেন।" রাত্রির মধ্যে ওসমানের ইঞ্জিনিয়রগণ রুশীয় ছাউনি পর্য্যন্ত দূরত্বের পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন, সুতরাং তুরস্ক বোমাগুলি অব্যর্থ লক্ষ্য হইয়া যথাস্থানে পড়িতে লাগিল। অগ্নি বৃষ্টি হইতেছিল রুশীয় সৈন্যগণ পতঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেনাপতি তখনও সর্ব্বত্র যাইতেছেন, সকলকে বলিতেছেন যে তাহাদিগের উপরে রুশিয়ার সম্মান নির্ভর করিতেছে। শীঘ্র সাহায্যকারি সৈন্য আসিবে: প্লেবনার পতনের আর বিলম্ব নাই। সৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। সমস্ত দিবস যুদ্ধ হইল। ওসমান পাঁচবার আক্রমণ করিলেন, পাঁচবারই দূরীভূত হইলেন। কিন্তু রুশীয় দল ক্রমশঃ কমিতেছিল। দুর্গ লইতে স্কোবেলেফের ২০০০ লোক সমরশায়ী হয়। এই এক দিবসে ৩০০০ লোক মরিয়াছিল। তাঁহার অফিসরগণ ক্রমাগতঃ পতিত হইতেছিলেন। বারম্বার তিনি সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য চাহিলেন, এক রেজিমেন্ট মাত্র আসিল। কিন্তু এই অনলবাশির সম্মুখে তাহারা কতক্ষণ থাকিতে পারে? ওসমান পঞ্চমবার দূরীভূত হইলে রুশীয় সেনাপতি কিছু কালের নিমিত্ত বিশ্রাম করিতে গমন করিলেন। এক ঘটিকাও হয় নাই, এমত সময়ে সংবাদ আসিল তুরস্কগণ লচবার দিগ হইতে আক্রমণ করিতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই দিকে যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়াছেন এমত সময়ে হঠাৎ এক জন চর আসিয়া বলিল ওসমান ষষ্ঠ বার নিজে আক্র-

মণ করিয়াছেন। সেই দিগে অবিলম্বে অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে দেখিলেন সৈন্যগণ পলায়ন করিয়া আসিতেছে। তাহারা আর প্রবোধ মানিল না। সেনাপতি বৃহৎ নদীর স্রোতের সম্মুখীন ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় সৈন্যদিগের অগ্রে অগ্রে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এক সহস্র লোক মাত্র জীবন লইয়া আসিল। তুরস্কগণ তিনটী কামান কাড়িয়া লইল। এক জন আফিসর কয়েক শত লোক লইয়া একাংশ রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি পলায়ন করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি যে অবিলম্বে হত হইলেন ইহা বলা বাহুল্য। এই দুই দিবসের যুদ্ধে ২৫০০০ রুশীয় এবং ১৬০০০ তুরস্ক হত হইয়াছে।

ডেলিনিউসের পত্রপ্রেরকের টান রুশিয়ার দিকে। তথাপি ইনি বলিয়াছেন এই যুদ্ধের পর রুশীয় সৈনিকেরা এককালে সাহসশূন্য হইয়াছে। তাহারা সাহসী; কিন্তু সকল সাহসের সীমা আছে। বারম্বার পরাজিত হওয়াতে তাহাদিগের আর উৎসাহ নাই. এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতেছে না। রুশীয়গণ আহত তুরস্কদিগকে এবং তুরস্কগণ আহত রুশীয়দিগকে বধ করিতেছে। তুরস্ক মুসলমান। শত্রুর নিকটে সে দয়া চাহেও না, তৎপ্রতি দয়া দেখায় ও না। কিন্তু রুশীয় সৈনিক পৃথক ধাতুর লোক। আহত হইলে আর রক্ষা নাই, ইহাতে তাহার সাহস গিয়াছে। কাহার দোষে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে? অধর্ম্মের এই শাস্তি। ঈশ্বর এই প্রকার লোকের দর্পচূর্ণ করেন।

ডেলিনিউসের উক্ত সংবাদদাতা বলেন হতভাগ্য আহত রুশীয়দিগের রীতিমত চিকিৎসা হইতেছে না। রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়াও চিকিৎসকেরা সকলকে সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। শত শত দরিদ্র সৈনিক অমনি পতিত রহিয়াছে, ক্ষত বৃদ্ধি ও দুর্গন্ধময়; শরীর কর্দ্দম ও শোণিত লিপ্ত; তদুপর অনাহার। রুমেনিয়া দলের আহতগণ দুই দিনের মধ্যেও সাহায্য পাইতেছে না। কত বিশৃঙ্খলা তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যাইতে পারে।

কারা-হাসানকৈয়ের যুদ্ধ।

যখন প্লেবনা আক্রান্ত হইতেছিল তখন প্রধান সেনাপতি মম্মদ আলি অলস ছিলেন না। কয়েক দিবসাবধি উভয় দল পরস্পরের সম্মুখে অলস রহিয়াছে। কিন্তু রাসগ্রাডের নিকটে রুশীয়দিগের অবস্থান বিপদের কারণ ভাবিয়া মম্মদ আলি তাহাদিগকে লম নদীর অপর পারে দূরী-ভূত করিতে মনস্থ করিলেন। প্রধান সেনাপতি কি করি-তেছেন, সুলতান বারম্বার তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতে-ছিলেন। সকলেই জানিতেন শীঘ্র একটী যুদ্ধ হইবে, কিন্তু কি প্রকার হইবে তাহা মম্মদ আলি কাহাকে বলেন নাই। ২৯ এ আগস্ট বুধবার রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট অগ্রসর হইয়া পপকৈ ও হাডার কৈয়ের সম্মুখস্থ পর্ব্বত গুল অধিকৃত করিল। পর দিবস সূর্য্যোদয় হইবা মাত্র প্রিন্স হাসান, সাবলি পাশা এবং কর্ণেল বেকার আপন আপন

দল লইয়া পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত গুলির দক্ষিণ ভাগের পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। সাদনা অবধি কিয়সকৈ পর্য্যন্ত রুশীয় দল বিস্তৃত ছিল। বন্দোবস্ত হয় যে নজিব পাশা অদ্দাকর হইতে তিন ব্রিগেড পদাতিক, দুই বাটারি কামান এবং দুই দল অশ্বারোহি লইয়া শত্রুদিগকে কারাহাসানকৈয়ে আক্রমণ করিবেন। সবিত পাশা, সাবলি পাশার আজ্ঞাধীন হইয়া ইনিকৈ হইতে গমন করিয়া নজিবকে সাহায্য করিবেন। রাসগ্রাড অবধি ওসমানবাজার পর্য্যন্ত তুরস্ক দল বিস্তৃত হয়। রুশীয় সেনাপতির অনবধানতা নিবন্ধন কারাহাসানকৈয়ে যথেষ্ট সৈন্য ছিল না। এই যুদ্ধে যেরূপ হইতেছে,——যদিও সাকুল্যে তুরস্কদিগের সংখ্যা কম, তথাপি তাহারা যেখানে আক্রমণ করিতেছে তথায়ই তাহাদিগের বল অধিক। রুশীয় সেনানায়কগণ যথা সময়ে সকল স্থানে যথেষ্ট সৈন্য পাঠাইতে সমর্থ নহেন। কিন্তু এস্থানে রুশীয়দিগের ছাউনী দৃঢ়রূপে গড়বন্দী ছিল। উভয় দলের মধ্যে একটী বৃহৎ প্রান্তর। বিস্তর নালা এই প্রান্তরকে ভেদ করিয়াছে। তুরস্ক সৈন্যগণ তন্নিমিত্ত যথেষ্ট আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ শত্রুরা তুরস্ক সেনাপতির কৌশল বুঝিতে পারে নাই। দল দল কসাক চতুর্দ্দিকে সংবাদ জানিবার জন্য ভ্রমণ করিতেছিল। পরিশেষে বেলা ৯ ঘটিকার সময়ে সাদনাস্থিত রুশীয় কামান হইতে গোলা আসিতে লাগিল। নজির অবিলম্বে নিজ কামান গুলি আনয়ন করাতে রুশীয়গণ অতিশীঘ্র ঐ স্থান জ্বালাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে

কারাহাসানকৈয়ের দিকে যাইতে লাগিল। পলায়নের সময়ে ও মধ্যে মধ্যে তাহারা থামিয়া অগ্রগামী তুরস্কদিগের উপর গোলা মারিতে লাগিল। এই যুদ্ধে রুশীয় গোলন্দাজগণ যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ করে, কিন্তু মুসলমান সৈন্যগণ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সাদনা পার হইয়া কুটবেলারের নিকটস্থ হইলে তুরস্কদিগের উপরে প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। কারাহাসানকৈয়ের শিবির নিকটে, তদ্রূপ কামান হইতে অনিবার অগ্নি স্রোত বহিতে লাগিল। তুরস্কগণ স্থগিত হইল, নজিব সাবিত পাশার আগমনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। তিনি অনুপস্থিত। এত গোলা আসিতেছে যে মানুষে তাহা সহ্য করিতে পারে না। রুশীয় সেনাপতি এই অবসরে কতক গুলি পদাতিক ও অশ্বারোহীকে তুরস্কদিগের বাম কক্ষ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। ইহারা গর্জ্জন করিয়া আসিতে লাগিল। তুরস্ক শ্রেণী মধ্যে মধ্যে বক্র হইতেছিল। মম্মদ আলি ও ইশা হাসানের মুখ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও চিন্তাযুক্ত হইল। এমত সময়ে সাবিত উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে তুরস্ক ও মিসরীয় সৈন্য এক প্রকার বল ও সাহায্য প্রকাশ করে। কর্ণেল বেকার অগ্রগামী রুশীয়দিগের উপরে পতিত হইলেন। শত্রুরা অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পলায়ন করিল। রুশীয়গণ শিবিরে বিস্তর দ্রব্য রাখিয়া যায়, এমত কি শীত কালের জন্য যত গরম কাপড় আনিয়া ছিল তাহাও লইয়া যাইতে তাহাদিগের অবসর হয় নাই। এই যুদ্ধে সর্ব্ব প্রথমে তুরস্কগণ ময়দানে

শত্রুকে আক্রমণ করিয়া জয় লাভ করে। বেকার পাশা বিশেষ সাহস ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া সুলতানের সেনাপতিগণ যুদ্ধ করিতেছেন তাহাতে শত্রুদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া পরামর্শসিদ্ধ ছিল। রুশীয়গণ একটী বৃহৎ যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাহাদিগের তত ক্ষতি নাই; কিন্তু মম্মদ আলির পক্ষে একপ পরাজয় ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হইবে। যতদূর বুঝা যাইতেছে তত দূর বোধ হইতেছে রুশিয়ার যত বল আছে তাহা বলগেরিয়াতে আসিয়া প্লেবনার ন্যায় দুর্গ সকল আক্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইলে তুরস্ক সেনাপতিগণ তবে বৃহৎ সমরে প্রবৃত্ত হইবেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল তাঁহাদিগের এই প্রণালীই অবলম্বনীয়।

এই জয়ের পর মম্মদ আলি বাইলা আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। সবিত পাশা ৩১ শে আগষ্ট অবধি অতিশয় সাবধানে কারাহাসানকৈ হইতে অগ্রসর হইতে ছিলেন। ৩ রা সেপ্টেম্বর সেনাপতি আউব তাঁহার সহিত মিলিত হন। ৬ ই সেপ্টেম্বর উভয় সেনাপতি শত্রুদিগকে কাসিলিবোতে আক্রমণ করিলেন। রুশীয়গণ যথেষ্ট সাহস সহকারে যুদ্ধ করে, কিন্তু ঘোরতর যুদ্ধের পর তুরস্ক সৈন্যগণ তাহাদিগের তাঁবু গ্রহন করিল। রুশীয়গণ শেষে এত ভীত হইয়া পলায়ন করে যে তাহারা বস্ত্র পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে নাই। এই যুদ্ধে এক জন যুবক রুশীয় আফিসর কোন মতে পলায়ন করেন নাই। সকল সৈন্য পলায়ন করিলেও তিনি তলবার হস্তে দণ্ডায়মান থাকেন। কিন্তু তিনি

শীঘ্র মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। তুরস্ক সেনাপতি তাঁহার সাহস দর্শনে চমৎকৃত হইয়া যথেষ্ট সম্মানের সহিত তাঁহারে কবর দিবার আজ্ঞা দেন। তখন দেখা গেল মৃত আাকসর পুরুষ নহেন,—স্ত্রীলোক। রুশায় ও তুরস্কের মধ্যে কতদূর জাতিবৈরতা হইয়াছে এটী তাহার দৃষ্টান্ত।

বাইলার নিকটে উপনীত হইয়া মম্মদ আলি দেখিলেন রুশীয়দিগের শিবির গড় দ্বারা বেষ্টিত। তাহাদিগের সংখ্যা তাঁহার দল অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তুরস্ক সেনাপতি এমত অবস্থায় পশ্চাদ্গমন করা যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করিলেন। সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ এই নিমিত্ত তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। যাহা হউক ইহার পরেই রুশীয়গণ রশ্চক আক্রমণ বন্ধ করিয়া ঐ অঞ্চল হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

প্লেবনার নিকটে তৃতীয়বার পরাজয়ের পর রুশিয়ায় বিষম গোলযোগ হইতেছে। সম্রাট রণস্থলে আর না থাকেন ইহা সকলের ইচ্ছা। বর্ত্তমান সেনাপতিগণকে স্থানান্তরিত করা উচিত সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন। আরও একটী বিপদ হইয়াছে। রুশিয়াতে এক্ষণে প্রশ্ন উঠিয়াছে সম্রাটের অসীম ক্ষমতার খর্ব্বতা-সাধন করা উচিত কি না? রুশীয় পুরোহিতগণ বলিতেছেন রুশিয়ায় প্রতিনিধি-প্রণালী স্থাপিত করা উচিত। আলেকজণ্ডার বলগেরীয়দিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু দুষ্কর্ম্মের শাস্তি আছে; তাঁহার আপনার প্রজাগণ বলিতেছেন যে তিনি উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা নহেন। সম্রাটের নিজের অবস্থা ভাল নহে। তিনি অত্যন্ত

ম্লান হইয়াছেন। তাঁহাকে কেহ বধ করিবে সর্ব্বদা এই ভয় করিতেছেন। প্রতি কথায় তাঁহার রাগ হইতেছে। এদিগে তাঁহার বৈরী কি করিতেছেন? আবদুল হামিদ অর্দ্ধেক বেতনে কাজ করিতেছেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি কাজ করেন। অতি সামান্য প্রজাও তাঁহার নিকটে আবেদন করিতে পারে. নিজের সময় না থাকিলেও একজন কর্ম্মচারী তাহা লন। আবদুল হামিদ সকল বিষয় সচক্ষে দর্শন করেন. আর মন্ত্রীদিগের উপরে না জানিয়া শুনিয়া প্রভুত্ব করেন না। তাঁহার সৈন্যগণ বিনা বেতনে কাজ করিতেছে। সুলতানের দৃষ্টান্তানুসারে যাবতীয় কর্ম্মচারী অর্দ্ধেক বেতন লইয়া সন্তুষ্ট। তুরস্কদিগের মধ্যে এত আগ্রহ যে স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের শিশু পুত্রদিগকে সৈনিক বস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তাহাদিগকে সিপাহী বলিয়া ডাকিতেছেন। কারাফতেমা নাম্নী এক রুশীয় সম্ভ্রান্ত যুবতী নিজ ব্যয়ে ৫০০ অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া মোক্তার পাশার দলে আছেন। ইনি কিজিলটিপির যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন।

মধ্যে সন্ধির জনরব হওয়াতে আবদুল হামিদ বলিয়াছেন যতদিন একজন রুশীয় তাঁহার রাজ্যমধ্যে থাকিবে ততদিন তিনি সন্ধির কথা শুনিবেন না। আবদুল হামিদ বৈকালে কেবল দুই এক জন মন্ত্রীকে শকটে লইয়া বহির্গত হন; তাঁহার সহিত শরীর রক্ষক থাকে না। আলেকজণ্ডার সর্ব্বদাই জীবনের নিমিত্ত ভীত। যখন নেপলিয়ন রুশিয়া আক্রমণ করেন, তখন রুশীয়গণ এই প্রকার অধ্যবসায়

প্রদর্শন করিয়াছিল। এবার রুশিয়া নিজে পরকে আক্রমণ করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি অস্তিত্বের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছেন। নেপলিয়ন বলিয়াছিলেন মানসিক সাহস ও আগ্রহের সহিত কেবল শারীরিক বলকে তুলনা করিলে মানসিক সাহস দশ গুণ হয়। এই কারণে তিনি নিজে এত চেষ্টা করিয়া বিশৃঙ্খল স্পেনকে জয় করিতে পারেন নাই। আলেকজণ্ডার অবশ্যই স্বীকার করিতেছেন যাঁহারা স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে যুদ্ধ করেন, তাঁহাদিগের বল অনেক অধিক।

পুনঃ পুনঃ প্লেবনা আক্রমণ বৃথা হইল। সম্রাট তন্নিমিত্ত বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র সেনাপতি টোডেলবেনকে প্লেবনা আক্রমণের ভার দিয়াছেন। টোডেলবেন সিবাষ্টপোল রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার তাঁহাকে আক্রমণ করিতে হইবে। প্লেবনা রীতিমত দুর্গ নহে। ওসমান একটী গড় করিয়া ছাউনি করিয়া আছেন মাত্র। তিনি সহজে সাহায্যকারী সৈন্য ও দ্রব্য পাইয়াছেন। প্লেবনা শত্রু হস্তে পতিত হইলে তিনি সহজে আর একট পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন, কারণ শত্রুগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে ভয়ানক শীত, বৃষ্টি ও বরফ আরম্ভ হইল। ইহার মধ্যে তুরস্ককে জয় করা অসম্ভব হইবে। যাহা-হউক রুশীয়গণ এক প্রকার উন্মত্ত হইয়াছে। একটী বৃহৎ যুদ্ধে জয় করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্বতন সম্ভ্রম পুনঃ স্থাপিত করা তাহাদিগেব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে আশিয়াতে কয়েকটী ঘটনা ঘটিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সুলতান বোগদাদ হইতে এক দল সৈন্য ইউরোপে

লইয়া যান। ১৪ই সেপটেম্বর সেনাপতি মেলিকফ বিস্তর সৈন্য লইয়া মোক্তার পাশাকে কারসের অনতিদূরে আলিদাগের নিকটে হঠাৎ আক্রমণ করেন। মোক্তারপাশা শত্রুর বল অধিক দেখিয়া পশ্চাদ্গমন করেন। পর দিবস পুনর্ব্বার যুদ্ধ হয়। এ দিবস মোক্তারপাশা পরাজিত হন। রুশীয়-গণ প্রথমতঃ প্রকাশ করে যে বেশিদ পাশা কয়েক সহস্র সৈন্য ও ৩২টী কামানের সহিত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু একথা প্রকৃত নহে। আম্মদ মোক্তার অধিকাংশ সৈন্য লইয়া প্রথমতঃ কারস, তৎপরে দক্ষিণ দিকে গমন করেন। ইস্মাইল পাশা ইরিবান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মোক্তারের সহিত একত্রিত হইয়াছেন। ট্রিবিজণ্ড হইতে দ্রুতগতি এক দল সৈন্য তাঁহার নিকটে গমন করিয়াছে। তিনি পুনর্ব্বার সবল হইয়া রুশীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছেন।

কারসের আক্রমণ চলিতেছে। শেষ টেলিগ্রামে (৩০ এ অক্টোবর) প্রকাশ করে যে একজন চর রুশিয়ার হস্তে কারস অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। এটী রুশীয় টেলিগ্রাম; আমরা বিশ্বাস করি না যে বিনা যুদ্ধে কারস রুশিয়ার হস্তগত হইবে। ইস্মাইল উক্ত নগর রক্ষা করিতেছেন। তিনি বিশ্বাসঘাতক হইবার লোক নহেন।

সোফিয়ার নিকটে ডবনিক নগর রুশীয়দিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। এইযুদ্ধে ৪০০০ রুশীয় বিনষ্ট হয়। রশচকের নিকটে রুশীয়গণ পুনর্ব্বার উপনীত হইয়াছে, কিন্তু সলিমান তাহাদিগকে কাডিকইয়ের নিকটে পরাজিত করিয়াছেন।

উপসংহার।

পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে। স্কুকুমকালে অধিকৃত রাখাতে কোন ফল নাই বলিয়া সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে তুরস্ক গবর্ণমেন্ট ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিস্তর আরকেশীয় ঐ সময়ে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া তুরস্কে আসিয়াছে। এই বন্যগণ যেসকল গো মহীষ লইয়া যাইতে পারে নাই সেগুলিকে বধ করিয়া রাস্তা, ঘাট, পুষ্করিণী, কূপ ও বাটী মধ্যে রাখিয়া আইসে। শত্রুগণ তিষ্ঠিতে না পারে এই কারণ এই কাজ করে। তুরস্ক অধ্যক্ষ চলিয়া আসিলেই এক দল রুশীয় তথায় গমন করে। কিন্তু দুর্গন্ধ এত হয় যে বিস্তর সৈন্য পীড়ায় প্রাণ ত্যাগ করে। রুশীয়গণও তন্নিমিত্ত ঐ স্থান ত্যাগ করিয়াছে। পটির নিকটস্থ রুশীয় দল এই কারণে পলাইয়া গিয়াছে। রুশীয় সম্রাট স্বীকার করিয়াছেন যে এক বলগেরিয়াতে এপর্য্যন্ত ৪৭০০০ সৈন্য যুদ্ধে নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পীড়া ও কষ্ট ধরিলে সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করিতে হইবে।

মন্টিনিগ্রোর বিদ্রোহিগণ নিকসিস দুর্গ অধিকার করিয়াছে। এই বন্যগণ আপনাদিগের পর্ব্বতেই সাহসী ও বলবান কিন্তু বাহিরে কিছুই নহে। রুশীয় সম্রাট তাহাদিগকে প্লেবনার দিগে আগমন করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রিন্স নিকিটা তাহাতে সম্মত হন নাই। সুলতান হারজগোবিনাতে দশ সহস্র বাসিবাজুক প্রেরণ করিয়াছেন।

রাসগ্রাডের নিকটে কয়েকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছে, এগুলিতে রুশীয়গণ প্রায় পরাজিত হইয়াছে।

সমুদ্রে কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। রুশীয়গণ ডান্যুবের সুলিনা নামক মুখে সৈন্য প্রেরণ করিবার চেষ্টা পায়; কিন্তু তুরস্ক যুদ্ধ জাহাজ ও দুর্গের গোলায় এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে। হোবার্ট পাশা দুই খানি রুশীয় যুদ্ধ জাহাজকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। উপকূলের কয়েকটী নগর তিনি নষ্ট করিয়াছেন। মধ্যে জনরব উঠে যে তিনি অডেসা আক্রমণ করিবেন। এই নিমিত্ত তত্রত্য লোকের অধিকাংশ পলায়ন করিয়াছিলেন। এক দিবস এক খানি রুশীয় জাহাজের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সিবষ্টোপোল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু রুশীয় গোলন্দাজগণ এত অগ্নি বৃষ্টি করে যে তিনি চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। সৌভাগ্যক্রমে রুশীয় গোলন্দাজগণের লক্ষ্য ভাল নহে, কারণ একটী গোলা ও জাহাজে লাগে নাই।

রুশীয় প্রণালী যত জঘন্য; রুশীয় কর্ম্মচারিগণ কত অসং তাহা এই যুদ্ধে প্রকাশ পাইয়াছে। কয়েক বৎসরাবধি আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে রণতরির অধ্যক্ষ পোপফ এমত এক প্রকার জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার নিকটে ইংলণ্ডীয় জাহাজ তিষ্টিতে পারিবে না, কিন্তু আসল সময়ে প্রকাশ পাইয়াছে, জাহাজগুলির কল ভাল নহে; উহারা দ্রুতগমন করিতে পারে না এবং ইঞ্জিনিয়রগণ তন্মধ্যে দীর্ঘকাল তিষ্টিতে অসমর্থ। এই নিমিত্ত যদিও রুশিয়ার জাহাজ ও নাবিকের সংখ্যা অধিক তথাপি সমুদ্রে তুরস্কের প্রাধান্য।

রুশীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক রেজিমেন্টের নিমিত্ত কর্ণেলকে কতকগুলি টাকা দেন। অধ্যক্ষগণ প্রায় সকল টাকা চুরি করেন। কাগজে যত সৈন্য আছে রণক্ষেত্রে তত সৈন্য যায় নাই। এমত হইতেছে যে এক একটী কামান এক ঘটিকা গোলা বর্ষণের পর অকর্ম্মণ্য হইতেছে। যথেষ্ট সংখ্যক সম্বল না থাকাতে প্লেবনার আক্রমণ স্থগিত রাখিতে হয়। লমের নিকট তুরস্কগণ বস্ত্র অবধি লুঠ করিয়াছিল। রুশীয় সৈন্যদিগের না আছে বস্ত্র, না তাহারা রীতিমত আহার পায়, এবং আহত হইলে চিকিৎসকের সাহায্য পাইতেছে না। জার্ম্মেণীয় গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি জাতীয় নিয়মভঙ্গ করিয়া আপনাদিগের সেনাদল হইতে কতকগুলি চিকিৎসক পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এত লোক পীড়িত ও আহত হইতেছে যে এই সাহায্য সমুদ্রে পাদার্ঘের ন্যায় হইবে। ১৮৭০ অব্দে যখন তৃতীয় নেপলিয়ন যুদ্ধারম্ভ করেন তখন ঠিক এই প্রকার হইয়াছিল। নেপলিয়নের নিজের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিলনা; স্ত্রীর পরামর্শে সমরে প্রবৃত্ত হন। ফরাসী সেনাদল কাগজেই ছিল। বিভাগীয় প্রধানগণ সাধারণো জুয়াচোর ছিলেন।

তুরস্কদিগের হাঁসপাতাল প্রণালীও জঘন্য। তুরস্ক ডাক্তরেরা যথারীতি কাজ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু কতকগুলি ইংরাজ চিকিৎসক গমন করিয়াছে। ইহাঁদিগের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইংলণ্ডের অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয় স্ত্রীলোক স্বহস্তে আহতদিগের সুশ্রূষা করিতেছেন। এটী স্ত্রীজাতির গৌরবের বিষয়। এই স্ত্রীলোকেরা কি চমৎকার ধর্ম্মই প্রকাশ করিতেছেন।

বলগেরিয়াতে শীত আরম্ভ হইয়াছে; নিরন্তর বৃষ্টি হইতেছে। এক জন পত্রপ্রেরক বলেন যে জারের জ্যেষ্ঠ-পুত্রের তাঁবুটী একটী কর্দ্দমপূর্ণ বিল মাত্র। সৈন্যগণের গরম বস্ত্র যাহা কিছু ছিল তুরস্কগণ তাহা কাড়িয়া লইয়াছে। পীড়ায় বিস্তর লোক মারা যাইতেছে। রাস্তা গুলি অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। রুশীয় গবর্ণমেন্ট পুনর্ব্বার বসন্তকালে যুদ্ধ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। শীত কালে যুদ্ধ করা বৃথা। যে সেনাপতিগণ গ্রীষ্মকালে কিছু করিতে পারেন নাই তাঁহারা শীত কালে কি করিবেন? রুশিয়ার সৈন সংখ্যা এক্ষণে অবশ্যই অধিক হইয়াছে কিন্তু অধিক সৈন্য থাকিলে কি হইবে? সেনাপতি টোডেলবেন বলিয়াছেন শীতের মধ্যে যে কিছু হয় তাহা তিনি আশা করেন না। বিশেষতঃ তুরস্ক সেনাপতিগণ চমৎকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। রুশিয়ার বল অধিক তথাপি বিস্তর সৈন্য অকর্ম্মণ্য রহিয়াছে। ডেলিনিউসের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা এসম্বন্ধে বলেন, যে রুশীয়গণ ডানুব অবধি বালকান পর্য্যন্ত একটী ত্রিকোণ প্রদেশ অধিকার করিয়া আছে। তলাটী টাচুরে, মস্তক বালকানে। এই ত্রিকোণের উভয় পার্শ্বে এত তুরস্ক গড়বন্দি করিয়া রহিয়াছে, যে রুশীয়গণ বালকানের দিগে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। তুরস্ক-গণ মনে করিলে যে দিগে ইচ্ছা সৈন্য প্রেরণ করিতে পারে; রুশীয়দিগের সে সুবিধা নাই। সতরঞ্চ খেলার মাতের ন্যায় রুশীয়গণ যথার্থই কুস্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কোন যুদ্ধে আক্রমণকারিগণ এরূপ পিঞ্জরবদ্ধ হয় নাই।” জিমারম্যানের

অধীনে ৪০,০০০ এবং জারউইচের সহিত দেড়লক্ষ সৈন্য আছে। সলিমান ইহাদিগের পূর্ব্বে চতুষ্কোণের মধ্যে আছেন, এই সৈন্যগণ প্লেবনায় লোক পাঠাইতে পারেনা, তাহা হইলে সলিমান তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রঝম্পনে অবশিষ্ট লোককে নষ্ট করিবেন। ও দিগে প্লেবনার সম্মুখে প্রায় ১,৭৫,০০০ সৈন্য আটকাইয়া আছে। জারউইচের সৈন্যগণ যে স্থানে আছেন তুরস্কগণ তাহাকে "জ্বরক্ষেত্র" বলে। এই স্থানে ভয়ানক ম্যালেরিয়া এবং সহস্র সহস্র সৈন্য পীড়াতে নষ্ট অথবা দীর্ঘকালের নিমিত্ত অকর্ম্মণ্য হইতেছে। সলিমান স্বেচ্ছা-ক্রমে অগ্রসর হইতে ও পশ্চাদ্গমন করিতে পারেন। তাঁহার দুর্গগুলির নিকটে গেলেই তিনি নিরাপদ। সমুদ্র খোলা আছে, সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আসিতেছে। প্লেবনা অবরোধ হয় নাই। শেষ টেলিগ্রা মে প্রকাশ করে যে পুনর্ব্বার সাহায্য-কারি সৈন্য ও আহারীয় দ্রব্য প্রভৃতি তথায় প্রেরিত হইয়াছে। ডেলিনিউসের পত্রপ্রেরক বলেন প্লেবনা লইলেও বালকান পার হওয়া নিতান্ত কঠিন হইবে। তুরস্কগন বালকানের ধারে এবং সোফিয়া অবধি প্লেবনা পর্য্যন্ত এত গড় করিয়াছে যে তাহা ভেদ করা এক প্রকার অসম্ভব। তুরস্ক যোদ্ধা যখন গড রক্ষা করে, তখন যে কি পদার্থ তাহা রুশীয় সম্রাট প্লেবনার নিকটে জানিতে পারিয়াছেন। অতএব রুশিয়ার সৈনা সংখ্যা এক্ষণে যদিও প্রায় ত্রিগুন, তথাপি তুরস্ক সেনাপতিগণের কৌশলে সমুদয় মিথ্যা হইয়াছে। আর এক বৎসর যুদ্ধ হইলে তুরস্ক ও সৈন্য সংগ্রহ করিবার সময় পাইবেন। টাকা কোথা হইতে

আসিবে ? অর্থ সঙ্গতি উভয়দলের সমান। কিন্তু ইতিহাস বলিতেছেন একটী দেশ যতই দরিদ্র হউক না কেন, যুদ্ধের সময়ে যে সে প্রকারে ব্যয় চলিয়া যায়। তবে রুশিয়া যত ইচ্ছা তত সৈন্য রণক্ষেত্রে আনয়ন করিতে পারেন। সে বিষয়ে আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই।

তথাপি এই পশুবৎ যুদ্ধের উপশম হয় ইহা প্রার্থনীয়। গত দুই শত বর্ষে কোন যুদ্ধে অকারণ এত সৈন্য নষ্ট হয় নাই। যুদ্ধ হইল, এক দল হারিলেন, শেষ হইল। এই যুদ্ধ বিপরীত রূপ ধারণ করিতেছে। অদ্যকার যুদ্ধে এক দল পরাজিত হইলেন। ইহার অর্থ এই যে কয়েক সহস্র লোক মারা গেল। পর দিবস উভয় দলই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। এক দলের সম্পূর্ণ জয় পরাজয় হইতেছে না। তুরস্কের সেনাপতিগণ উপযুক্ত কিন্তু সৈন্য সংখ্যা কম বলিয়া তাঁহারা জয়ী হইয়াও বহুদূর শত্রুকে তাড়া করিয়া যাইতে পারিতেছেন না। এদিকে রুশিয়ার সৈন্য যখন যত মরিতেছে, ততই লোক আসিতেছে। ইউরোপ এ বিষয়ে ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে জার্ম্মাণ এখনে রুদ্ররূপে অতিশয় প্রবল। জার্ম্মেণীয়গণ এত সভ্য ও ভদ্র কিন্তু তাঁহাদিগের গবর্ণমেন্ট অতিশয় অসৎ। জার্ম্মাণ মনে করিলে,—জার্ম্মাণ সাধুতা সহকারে ইংলণ্ডের কথায় অনুমোদন করিলে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু জার্ম্মেণির সম্রাট ভাগীনেয়ের জয় কামনা করেন। ভাগীনেয় আবার কতক হীনবল হন তাহাও ইচ্ছা। যেখানে এপ্রকার বক্র রাজনীতি তথায় পৃথিবীর উপকার বর্ত্তমান জার্ম্মেণীয় গবর্ণমেন্টের দ্বারা

হইবে না। বস্তুতঃ এই যুদ্ধ নিবন্ধন ইউরোপের বল ও ধর্ম্ম-নীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; এক ইংলণ্ড সৎ হইয়া কাজ করিতে জানেন; আর সকলেই স্বার্থপর ও শঠ। ইউরোপের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তের কারণ ইন্টার ন্যাশানাল সভা অন্যায় চেষ্টা পাইতেছেন না। যত দিন ইউরোপের বর্ত্তমান রাজবংশ সকল দূরীভূত না হইবেন; যত দিন তথায় সাধারণতন্ত্র স্থাপিত না হইবে তত দিন ইউরোপ যেন মুসলমানকে "সংশোধন কর" না বলেন। অনেকাংশে মুসলমানেরা খৃষ্টান ইউরোপীয়দিগের উপরে শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই পুস্তক লিখিত হইলে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম আসিয়াছে:—

বোম্বাই ১ লা নবেম্বর। সুলতান বিদেশস্থিত তুরস্ক দূতদিগকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে ২ রা, ৩ রা, ও ৪ ঠা অক্‌টবর জানিলার, গলবারণ ও আলাজাদাগে যুদ্ধ হয়। রুশীয়গণ সর্ব্বত্র দূরীভূত হইয়াছে। ১৫,০০০ রুশীয় সৈন্য মারা গিয়াছে। অনেক সৈন্য খাদ্য লইয়া প্লেবনাতে প্রবেশ করিয়াছে।

রুশীয় শিবিরে যত সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ছিলেন তাঁহাদিগকে তাঁবু হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। রুশীয় গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন ভবিষ্যতে যে সকল ঘটনা যেমন ঘটিবে তাঁহারা তাহার বর্ণনা করিবার সুযোগ পাইবেন। বস্তুতঃ রুশীয় সেনাদলের যে ভয়ানক দুরবস্থা হইয়াছে তাহা অপ্রকাশ রাখিবার কারণ এই আজ্ঞা হইয়াছে।

লণ্ডন। ১ লা নবেম্বর। মন্টিনিগ্রোগণ পড্‌রিজা নগরের পার্শ্বস্থ পর্ব্বতে আছে। তাহারা উক্ত নগর আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। এক দল রুমেনীয় প্লেবনার উত্তর পশ্চিমে রাহোফর মরিচা হইতে তুরস্কদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

আর্ম্মেনিয়া হইতে পত্র আসিয়াছে যে তুরস্কগণ যখন হাসানকেল পরিত্যাগ করিতেছিল তখন রুশীয়গণ অন্ধকারে দুটী বাটেলিয়নকে বেষ্টন করিয়া বন্দীভূত করিয়াছে [?] রুশীয়দিগের সামান্য ক্ষতি হয়। গাজি আম্মদ মোক্তার আরজরুমের পূর্ব্বস্থ দেবীবয়ানে দৃঢতর গড করিয়া আছেন। [রুশীয়গণ নিকটে আসিতেছে]।

লণ্ডন। ২ রা নবেম্বর। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শেষ সংবাদে প্রকাশ করে ডব্রুস্কাস্থিত রুশীয় দলের অধ্যক্ষ জিমারমান সিলিস্ট্রিয়ার পূর্ব্বদিগস্থিত কজন দুর্গ আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছেন। প্লেবনার নিকট হইতে অনেক দিবসাবধি সংবাদ আইসে নাই, কিন্তু লোকের সংস্কার এই যে রুশীয়গণ এই নগর সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া আছে।

এক খানি রুশীয় সরকারী পত্র প্রকাশ করে ডবনিক ও টেলিকির যুদ্ধে রুশীয়গণ ৬৮০০ তুরস্ক সৈনা ৬২০০ আফিসরকে বন্দীভূত করিয়াছে।

শেফকেত পাশা রাণ্ডমাজি পরিত্যাগ করিয়াছেন; রুশীয় অশ্বারোহিগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে।

২৫ শে অক্টবর পর্য্যন্ত রুশীয় দলে সর্ব্বশুদ্ধ ৬২,০০০ লোক নষ্ট হইয়াছে।

সুলতানের গবর্ণমেণ্ট ১,৬৫,০০০ রিজার্‌ব এবং ৬২,০০০ নূতন (কনস্ক্রিপট্‌) সৈন্য সংগ্রহ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। রুশীয়গণ কপ্রিকই দখল করিয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তুরস্কদিগের অত্যাচারের নিমিত্ত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বলগেরিয়াতে যেরূপ অত্যাচার হয় তাহার অবশ্যই সমর্থন হয় না। কিন্তু ইহা বলিতে হইবে যে বলগেরীয়গণ অগ্রে বিবাদ আরম্ভ করে। অত্যাচার সম্বন্ধে খৃষ্টীয়ান বলগেরীয় এবং মুসলমান তুরস্কের মধ্যে প্রভেদ করা কঠিন। বলগেরীয়গণ নামমাত্র খৃষ্টীয়ান। কিন্তু সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে তুরস্কগণ বলগেরীয় অপেক্ষা বিংশতিগুণে প্রধান। ভীরুতা, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা বলগেরীয়ের স্বভাবসিদ্ধ। এক্ষণে নিরপেক্ষ দর্শকমাত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তুরস্ক ও রুশীয় উভয় দলের নিয়মিত সৈন্যগণ অত্যাচার করে না। প্রথমে বলগেরিয়াতে আসিয়া কতকগুলি রুশীয় সৈন্য মুসলমানদিগের বাটী লুঠ করিয়াছিল; কিন্তু রুশীয় আফিসরগণ জানিবামাত্র দোষীদিগের দণ্ড দেন। সলিমান পাশা ও মোক্তার পাশার শিক্ষিত সৈন্যগণ আদৌ কোন দোষ করে নাই। তবে নিয়মবহির্ভূত উভয় সৈনাই সমান। রুশীয়দিগের কসাক এবং সুলতানের বাসিবাজুক সুবিধা পাইলেই লুঠ করে; তাহাতে মধ্যে মধ্যে শত্রু মিত্র ভেদ থাকে না। টাইমসের সংবাদদাতা মোক্তার পাশাকে সার্কেশীয়দিগকে নিয়মাধীন করিতে বলাতে সেনাপতি উত্তর দেন "বাসিবাজুকদিগের সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধ চলে না। আমরা ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। যুদ্ধের

পূর্ব্বে রুশীয় গবর্ণমেন্টের ইহা জানা উচিত ছিল। আমি এক দিন এক জন সার্কেশীয়ের ফাঁশী দিয়াছিলাম; পর দিবস সহস্র জন সার্কেশীয় দল ত্যাগ করিয়া যায়। আমরা গায়ে পড়িয়া যুদ্ধারম্ভ করি নাই। আমাদিগকে দেশ রক্ষার্থ এই সকল সৈন্য রাখিতে হইয়াছে।" যাহারা শত শত বৎসর পরাধীন থাকে; যাহাদিগের সহিত জেতৃগণ সর্ব্বদা গর্ব্বিত হইয়া ব্যবহার করে, তাহারা প্রথমতঃ স্বাধীন হইলেই অত্যাচার করে। প্রথম ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফরাসী কৃষকেরা জমীদারদিগকে বধ ও তাঁহাদিগের গৃহ দাহ করিয়াছিল। আয়ারলণ্ডেও কতকাংশ এইরূপ হইয়াছিল। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের সময়ে সিপাহিগণ সর্ব্বত্র নূতন আফিসরদিগকে আক্রমণ করে। তুরস্কের অধিকাংশ জমিদারী মুসলমানদিগের। জমিদারেরা সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিতেন না। রুশীয়গণ আসিবামাত্র বলগেরীয়গণ যে মুসলমানদিগের উপরে অত্যাচার করিবে মানবস্বভাব বিবেচনা করিলে তাহা আশ্চর্য্যের কারণ হইবে না। নীতিজ্ঞ ইহার নিমিত্ত শোক করিবেন; ইতিহাসবেত্তা অবশ্যই এই সকল দুর্ঘটনার সমর্থন করিবেন না, কিন্তু তিনি ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ ও করেন না; কারণ এ সকল স্থলে এই সকল দুর্ঘটনা অনিবার্য্য। তথাপি ধর্ম্মযাজকগণ এরূপ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন ইহা যার পর নাই অসুখকর। বলগেরীয় খৃষ্টান পুরোহিতগণ অত্যাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন। প্রথম কোন কৃতবিদ্য তুরস্ক অত্যাচারে লিপ্ত ছিলেন না; ছোট লোকেরা যুদ্ধের পূর্ব্বে অত্যাচার করিয়াছিল। রুশীয় সেনা-

পতিদিগের সম্মানের বিষয় তাঁহারা যত দূর সাধ্য সৈন্য-দিগকে সুপথে রাখিয়াছেন। সেনাপতি জিমারমান বাই-লাতে প্রবেশ করিলে কতকগুলি পুরোহিত রুটি লবণ ও পুষ্প লইয়া তাঁহার সম্মান করিতে গমন করেন। কিন্তু উক্ত সেনাপতি তাহা না লইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া বিদায় দেন।

তথাপি রুশায় গবর্ণমেন্ট অত্যাচার নিবারণার্থ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন বলেন। কিন্তু যাহাদিগকে উদ্ধার করি-বেন বলিয়া আসিয়াছেন তাহারা তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। বলগেরিয়ার কৃষকেরা যথার্থ সুখী। গ্রাম গুলিকে এক এক খান উদ্যান বলিলে হয়। বিখ্যাত অট-টিরোজ [গোলাপের আতর] বলগেরিয়াতে হয়। প্রায় প্রত্যেক কৃষকের এক একটী গোলাপের উদ্যান আছে। ইহারা যথেষ্ট শস্য উৎপাদন করে। যে সে বলগেরীয়ের বাটীতে গমন করে সযত্নে তাহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দিয়া অভ্যর্থনা করিবে। ইহাদিগের বাটী গুলি অতিশয় পরি-ষ্কৃত। অভাব কাহার হয় না। সকল গ্রামে গির্জ্জা ও বিদ্যালয় আছে। বন্দর গুলি বাণিজ্যের স্থান ছিল। এই সকল তুরস্কের অধিকারে আছে। ডানুব পার হইয়া খৃষ্টীয়ান প্রিন্স চারলস বাঙ্ক দর্শন করুন। অধিকাংশ কৃষ-কের পায়ে জুতা নাই, ইহাদিগের বাটীগুলি শূকরের কুটীরের ন্যায়। সকলেই দুঃখী ও মূর্খ। যে তুরস্কের অধীন বল-গেরীয়গণ এত স্বচ্ছন্দে ছিল তাহারা কি তবে যথার্থ এত অত্যাচারকারী? বলগেরীয়গণ আপনারা ইহা বলে না।

তাহারা অবশ্যই প্রণালীর সংশোধন করিতে বলিয়াছিল। হারজগোবিনার বিদ্রোহিগণ ও ইহা বলে না; মন্টিনিগ্রোর রাজকুমার ও সুলতানের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। তথাপি রুশিয়া বলেন খৃষ্টীয়ানদিগের উপরে লৌহময় অত্যাচার হইতেছে। যদি তাহা হইবে তবে মন্টিনিগ্রোগণ রুশীয় দলে আসিতে অস্বীকৃত হইয়াছে কেন? রুশিয়া যুদ্ধ করিয়া এই কাজ করিয়াছেন; যাহাদিগের উপকার করিবার ভাণ করিয়াছিলেন. যেখানে রুশীয় সেনাগণ যাই-তেছে সেখানে তাহারা বাসহীন হইয়া পড়িতেছে। জার-উইচের তাঁবু মধ্যে ৯০,০০০ বাসস্থানহীন বলগেরীয় রহি-য়াছে। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই উত্তর আমিয়া মাই-নর এবং ইউরোপের এক জন কৃষকও চর হইয়া তুরস্ক সেনা-দলের গতির কথা রুশীয়দিগকে বলিতেছে না; পক্ষান্তরে রুশীয় শিবিরে প্রতি ঘটিকায় কি হইতেছে, তুরস্কগণ সেই সংবাদ পাইতেছে। আমরা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি যে যদি তুরস্কগণ এত মন্দ লোক হইত তাহা হইলে এ অবস্থা কেন হইবে?

কসাক ও বিদ্রোহি বলগেরীয়গণ কত অত্যাচার করি-তেছে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা পাঠকের নিকটে বিদায় লইব:—

রুশীয়গণ বালকানের দক্ষিণে আসিবার পূর্ব্বে কেজান-লিক ও একিসাগরায় ৬০০ ইহুদির বসতি ছিল। রুশীয়গণ, আসিতেছে শ্রবণ করিয়া ঐ অঞ্চলের মাজিষ্ট্রেট ইহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে রুশীয় ও বলগেরীয়গণ তাহা-

দিগের উপরে অত্যাচার করিবে; অতএব যেখানে বিপদ নাই তোমরা এমত কোন নিভৃত স্থানে অবিলম্বে গমন কর। তদনুসারে তাহারা ও মুসলমান অধিবাসিগণ বালকানের নিকটস্থ একটী বনে পলায়ন করিল। তিন দিন পরে সেনাপতি গুরকো আগমন করিলেন। যে দুই তিন জন ইহুদি ছিল তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন তোমরা পলায়িত ইহুদিদিগকে বাটীতে পুনরানয়ন কর; তিনি অঙ্গীকার করিলেন রুশিয়ার অধীনে কাহারও কোন অনিষ্ট করা হইবে না। সেনাপতি নিজে বলিতেছেন আর সন্দেহের কারণ কি? গ্রাণ্ডডিউক নিকলাস আবার সকলকে রক্ষা করিবার অঙ্গীকার করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহুদিগণ কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। মুসলমানেরা অনেক নিষেধ করে কিন্তু তাহা বৃথা হইল। কয়েক দিবস পরে রুশীয় সৈনাগণ অগ্রগামী তুরস্কদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করিল। বলগেরীয়গণ তৎক্ষণাৎ ইহুদিদিগের উপরে অত্যাচার আরম্ভ করিল। কেজানলিকে ৯০০ ইহুদি ছিল; ইহাদিগের সকলকে একটী ইহুদি মন্দিরের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। কতকগুলি বলগেরীয় বলিল "তোমাদিগের যত টাকা আছে দিতে হইবে। টাকা দেওয়া হইল। পরে স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার দাওয়া করা হইল ইহাতে তাহারা আপত্তি করাতে কতকগুলি মাতাল মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের গাত্র হইতে অলঙ্কার কাড়িয়া লইল। কোন কোন স্থলে দিতে বিলম্ব হইলে অঙ্গচ্ছেদন করিয়া অলঙ্কার লওয়া হইল। কতকগুলি

লোক এতন্নিবন্ধন প্রাণত্যাগ করে। পর দিবস রবিবার। বলগেরীয়গণ খৃষ্টীয়ান। প্রাতঃকালে অবশ্যই ঈশুখৃষ্ট ও পবিত্রাত্মার উপাসনা করিয়া ইহারা পুনরায় ইহুদিদিগের নিকটে আসিল। বোধ হয় পবিত্র শোণিত বলিয়া তাহারা যথেষ্ট সুরাপান করে। তৎপরে এই নরাধমেরা মন্দিরমধ্যে গমন করিয়া স্বামী, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির সম্মুখে যুবতী স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব নষ্ট করিতে লাগিল। আরামবেন কেনেটি ইহুদিগের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোক ছিলেন। তাঁহার দুটীযুবতী কন্যা ছিল। দুই জন বলগেরীয় নরাধম কন্যা দুটীকে তাঁহার সম্মুখে আনিয়া পশুবৎ ব্যবহার করিতে লাগিল। বৃদ্ধ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন" ঈশ্বর আমাকে অন্ধ ও আমার মস্তকে বজ্রপাত কর। দুই জন বলগেরীয় দুটী চিমটে আনিয়া তাঁহার দুই চক্ষের নিকটে ধরিল এবং বলিল "মস্তক ফিরাইবে অথবা চক্ষু মুদ্রিত করিবে ত চক্ষু গালিয়া দিব।" এই বৃদ্ধের ও তাঁহার কন্যাগণের মনে তখন কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছিল পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন। রুশিয়ার উপরে মনুষ্যমাত্রেরই ক্রোধের উদ্রেক হয় তাহা বলা কি আবশ্যক? বৃদ্ধ কেনেটি মৃত্যু প্রার্থনা করাতে তাঁহারচক্ষে চিমটে প্রবেশ করিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত নরাকার পশুগণ তাঁহাকে বধ করে। যুবতীদ্বয় আত্মহত্যা করিলেন। একটী স্ত্রীলোকের সে দিবস সতীত্ব রহিল না। ঐ দিবস প্রায় অর্দ্ধেক ইহুদির প্রাণ যায়। যে সকল স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করা হয় অত্যাচারিরা তাহাদিগকে বধ করিল।অগত্যা এটীকেদয়ার কার্য্য বলিতে হইবে, কারণ প্রত্যেক স্ত্রীলোককে তিন চারি ঘটিকা পশুবৎ

ব্যবহার সহ্য করিতে হইয়াছিল। অধুনা মৃত্যু তাহাদিগের পক্ষে যথার্থ জীবন হইল। সন্ধ্যার সময়ে দূর হইতে বিগুলের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। নিকটে এক দল নিয়মিত রুশীয় সৈন্য এবং কসাক। পশুগণ পলায়ন করিল। কয়েক জন ইহুদি নালীশ করাতে অধ্যক্ষ অত্যাচারকারীদিগকে ধৃত করিবার কোন উপায় না করিয়া কেবল এক দল কসাককে আজ্ঞা দিলেন যে বনে ইহুদিরা পলায়ন করিয়াছিল সেই বনে যেন তাহাদিগকে রাখিয়া আইসে। কসাকেরা যাইতেছে এমত সময়ে অত্যাচারকারিগণ তাহাদিগের নিকটে যথেষ্ট সরাপ আনিয়া ইহুদিদিগের উপরে অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিল। একে চায় আরে পায়, কসাক ত চাহেই এই। তখন কসাক বলগেরীয়, রুশীয় দলভুক্ত বলগেরীয় সৈনিক, বলগেরীয় পুলিষ কর্ম্মচারী পড়িয়া স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ ও আবালবৃদ্ধ বনিতাকে বধ করিতে লাগিল। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে লৌহের রেলের উপরে শূলে দেওয়া হইল। কসাকেরা সড়কীদ্বারা শিশুদিগকে দ্বারে গাঁথিতে লাগিল। ৭২ জন অবশিষ্ট আছে এমত সময়ে আর এক দল নিয়মিত রুশীয় সৈন্য আসিল। কিয়ৎক্ষণ অত্যাচার স্থগিত রহিল। তাহারাও দূরে গিয়াছে, আবার পূর্ব্ববৎ কাণ্ড আরম্ভ হইল। ১৬০০ ইহুদির মধ্যে কয়েক জন মাত্র রক্ষা পায়। উত্তর বল-গেরিয়াতে ইহুদিদিগকে প্রায় নিঃশেষিত করা হইয়াছে। আ-শ্চর্য্যের বিষয় এই রুশীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে এই সকল অত্যা-চারের বর্ণনা করা হইলে তাঁহারা দোষীদিগকে দণ্ড দিবার চেষ্টাও পান নাই। কিন্তু পাঠকগণ আহ্লাদিত হইবেন যে

অতিশীঘ্র সলিমান পাশা রুশীয়দিগকে পরাজিত করিয়া শিপকাতে উপস্থিত হইলেন। অত্যাচারকারীদিগের মধ্যে অল্পেই পলাইয়াছিল, তাহাদিগের অধিকাংশ বাটীতে ছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে ধরা পড়িবে না। কিন্তু সলিমান সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া সকলকে ফাঁশী দিয়াছিলেন। কয়েক জন খৃষ্টান পুরোহিত এই সঙ্গে দণ্ড পাইয়াছিল। ইহারা খৃষ্টান; তুরস্ক মুসলমান! কিন্তু তুরস্কেরা কোথায় এত অত্যাচার করিয়াছে?

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত